ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 06 July 2021 ■ আগরতলা ০৬ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ২১ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কোভিড মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে গোটা বিশ্বকে কো-উইন গ্লোবাল কনক্লেভে বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.)।। করোনা অতিমহামারী আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, মানবতার স্বার্থে সব দেশকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে। সোমবার কো-উইন গ্লোবাল কনক্লেভে এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তাঁর কথায়, ''আমাদের পরস্পরের থেকে শিক্ষা নিতে হবে। অতিমহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে ভারত তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অন্য দেশের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে।'' অতিমহামারীতে মৃতদের জন্য এদিন শোক প্রকাশ করেন মোদী। তিনি বলেন, গত ১০০ বছরে সারা বিশ্ব এমন অতিমহামারীর মুখে পড়েনি। তাঁর কথায়, ''আমরা দেখলাম, কোনও দেশ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, একা এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।'' ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি এদিন বিবৃতি দিয়ে বলে, ভারত এখন অন্যান্য দেশকে কো উইন দেবে। কো উইন হল একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে যে কোনও দেশেরই টিকাকরণে সুবিধা হবে। কো উইনের মাধ্যমে ভারত অন্যান্য দেশের উদ্দেশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এদিন কো উইন গ্লোবাল কনক্লেভের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল হেলথ অথরিটির সিইও আর এস শর্মা, বিদেশ সচিব এইচ ভি শ্রিঙ্গলা এবং স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। মেক্সিকো, কানাডা, উগান্ডা, নাইজেরিয়া সহ ৫০ টি দেশ কো উইন অ্যাপ ব্যবহারে আগ্রহ দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন কো উইনের ওপেন সোর্স ভার্সন তৈরি করতে হবে। তাহলে যে কোনও দেশই এই অ্যাপ ব্যবহার করতে পারবে। ভারতে টিকাকরণ শুরু হয়েছে গত ১৬ জানুয়ারি থেকে। এখন ১৮ বছরের বেশি সকলকেই টিকা দেওয়া হচ্ছে।

এর মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, করোনা ভ্যাকসিন নেওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন দেশের গর্ভবতী মহিলারা। তাঁরা নিজেরা এখন কো উইন অ্যাপে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করাতে পারেন অথবা করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে বাড়ির সবচেয়ে কাছের সেন্টারে ভ্যাকসিন নিতে যেতে পারেন। একাধিক সংগঠন সরকারের কাছে গর্ভবতী মহিলাদের ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করছিল।

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও পাঁচজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। থামছে না, বরং ফের ত্রিপুরায় তেজি হচ্ছে করোনায় দৈনিক সংক্রমণ এবং মৃত্যুর মিছিল। কেবল সুস্থতা সামান্য স্বস্তি দিয়ে যাচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২২৬ জন করোনা আক্রান্ত, ৫জনের মৃত্যু এবং ২৮৩ জন সুস্থ হয়েছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১,৩৭৮ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৪২০৭ জনকে নিয়ে মোট ৫৫৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১৫ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ২১১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ২২৬ জন নতুন করোনা সংক্রমিতের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার বেড়ে হয়েছে ৪.০৫ শতাংশ।

এদিকে, প্রায় তিন মাস পরে ভারতে ৪০-হাজারের নীচে নামল দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ। সেই সঙ্গে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও কমেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯,৭৯৬ জন, এই সময়ে ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন ৭২৩ জন করোনা-রোগী। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনার থেকে সেরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সেঞ্চুরি পার করেছে পেট্রোলের দাম, ডিজেল ৯৩, জনমনে তীব্র অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ত্রিপুরায় সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে। সাথে ডিজেলের দাম শতকের খুব কাছাকাছি, লিটার প্রতি ৯৩-তে পৌঁছে গেছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

জনৈক গ্রাহকের বক্তব্য, ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা, যা এখন সহ্যের বাইরে চলে গেছে। প্রতিনিয়ত মূল্যবৃদ্ধির পদ্ধতিতে বদল আনা দরকার। এদিকে আগরতলা শহরের বুকে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এসইউসিআই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এই প্রথম পেট্রোল সেঞ্চুরি পার করেছে।

এ-বিষয়ে এসইউসিআই অফিস সম্পাদক সঞ্জয় চৌধুরী বলেন, করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে দেশের বেশিরভাগ মানুষ রোজগারহীন অবস্থায় বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন, এই কঠিন পরিস্থিতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সহ পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে। এই দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে দাম কমিয়ে জনসাধারণকে রক্ষা করার পরিবর্তে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি নিশ্চুপ হয়ে নীরবে তেল কোম্পানিগুলিকে অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে এবং কর বাবদ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তহবিল স্ফিত করছে। তাঁর কটাক্ষ, সরকার পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচাতেলের দাম বৃদ্ধির ধুয়ো তুলছে। অথচ, এ-কথা কারোর অজানা নয় যে, আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচাতেলের দাম যখন তলানিতে ছিল তখনও সরকার পেট্রোপণ্যের দাম কামানোর কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। কারণ যত দাম বাড়বে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ট্যাক্স বাবদ আয়ও তত বাড়বে। তাই পেট্রোপণ্যকে জিএসটি-র আওতার বাইরে রেখে অধিক হারে ট্যাক্স আদায় করে সরকার বছরে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা আয় করছে।

তিনি বলেন, পেট্রোপণ্যের দাম বাড়লে পরিবহণের ভাড়াও বাড়ে এবং এই ভাড়া বৃদ্ধির সাথে মূল্যবৃদ্ধিরও সম্পর্ক আছে। এমতাবস্থায় এসইউসিআই (সি) দল দেশব্যাপী এই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ দুর্গাবাড়ি পেট্রোল পাম্পের কাছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়ে উল্লিখিত দাবি সংবলিত পোস্টার হাতে নিয়ে এক বিক্ষোভ ধরনা সংগঠিত হয়েছে। তাতে আবিলম্বে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম কমানোর লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ট্যাক্স কমাতে হবে। পেট্রাপণ্যের উপর কর কমিয়ে এবং কর্পোরেট ট্যাক্স বৃদ্ধি করে ঘাটতি পূরণ করতে হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, জনগণের মাথায় বোঝা চাপিয়ে তেল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এলেন কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল খোঁজা হবে করোনা সংক্রমণের কারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় টিম এসেছে। মূলত, সংক্রমণের হার বৃদ্ধির কারণ খুজতেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ওই পাঠিয়েছে। দুই সদস্যক ওই টিমে রয়েছেন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ পাব্লিক হেল এন্ড হাইজিন অধিকর্তা ডা: আর এন সিনহা এবং এইমস-র পালমোনোলজি বিভাগের সহকারী প্রফেসর ডা: রঙ্গনাথ টিজি। ৭ জুলাই পর্যন্ত তারা ত্রিপুরায় থাকবেন এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন।

প্রসঙ্গত, করোনার প্রথম ঢেউ-এ কেন্দ্রীয় টিম এসেছিল। ওই টিম ধলাই সফর করেছিলেন। বিশেষ করে বিএসএফ ক্যাম্প পরিদর্শনে সংক্রমণ ছড়ানোর কারণ খুঁজে বের করেছিলেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এ পশ্চিম ত্রিপুরায় লাগাতর সংক্রমণ শীর্ষস্থানে রয়েছে। এছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলায় সংক্রমণ ভীষণ উঠানামা করছে। ফলে, ধারণা করা হচ্ছে পশ্চিম জেলার পাশাপাশি ওই জেলাগুলি সফরও করবে ওই টিম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় সংক্রমণের হার দেশের তুলনায় অনেক কম হলেও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এখনো চিন্তার কারণ হয়ে রয়েছে। তাছাড়া, সংক্রমণ মূলত একটি স্থানে স্থির হয়ে গেছে। ফলে, যত পরীক্ষা করা হচ্ছে করোনা আক্রান্তের সন্ধানও ততই মিলছে। ফলে, এই পরিস্থিতির প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

তাঁর আরো দাবি, ডেল্টা ভেরিয়েন্ট এখন দেশ কাপাচ্ছে। ত্রিপুরাকে ওই মরণ ভাইরাস থেকে বাঁচাতে আগাম প্রস্তুতি নিতেই হবে। বিশেষজ্ঞ টিম ডেল্টা ভেরিয়েন্ট মোকাবিলার পথ দেখিয়ে যাবেন। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ টিমের সদস্যরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত-বাংলা সম্পর্কের উষ্ণতা আরও বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবের জন্য পাঠালেন আম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উষ্ণতা আরও বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের জন্য ৩০০ কেজি আম পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ হাড়িভাঙ্গা আমের ১০টি প্যাকেট আজ সোমবার আগরতলা স্থলবন্দরে গ্রহণ করেন সহকারী হাইকমিশনার জোবায়েদ হুসেন। আজ বিকেলেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ওই উপহার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বহু নিদর্শন রয়েছে। দুই দেশ বরাবরই একে অপরের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। করোনাকালে ভারত বাংলাদেশকে টিকা পাঠিয়ে সাহায্য করেছে। গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে আম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পাঠিয়েছেন। আজ ত্রিপুরার জন্য আম পাঠালেন।

এ-বিষয়ে সহকারী হাইকমিশনার জোবায়েদ হুসেন বলেন, হাড়িভাঙ্গার আম বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ আম। রংপুর জেলায় তার প্রচুর ফলন হয়। সেই আম শুভেচ্ছা- উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক জায়গায় ইয়াবা ও ব্রাউন সুগারসহ চার যুবকে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ চুড়াইবাড়ি, ৫ জুলাই।। ঔষধ এবং এক্সরে মেশিন প্রচার এর নাম করে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচার করছে দুই যুবক।এমন সময় পুলিশের কাছে হাতে নাতে আটক করে দুই যুবককে।ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভার মধুপুর বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার দুপুরবেলা দুই যুবক একটি টাটা ইন্ডিগো গাড়ি করে আর সেই গাড়ির উপর মাইক বেঁধে প্রচার করছে বিশালগড় নারায়ণ কর মালিক নাকি তাদেরকে প্রচারের জন্য পাঠিয়েছে মাইক যুগে প্রচারের জন্য। আর প্রচার করতে হবে বিশালগড় এক্সরে মেশিন দ্বারা সুদক্ষ ডাক্তারের মাধ্যমে এক্সরে করা হয়।

পরবর্তী সময়ে কমলাসাগর দিক থেকে আসা মধুপুর বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন এলাকায় আসতে মধুপুর থানার পুলিশ টহলদারি ছিলেন। এমন সময় সন্দেহ হওয়াতে সেই গাড়ি আটক করে। গাড়ির নম্বর টিআর০১ বি০৪০৫। পরে সেই গাড়িটি থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট এর কৌটা সিগারেটের প্যাকেট এবং বিভিন্ন সরঞ্জাম নেশাজাতীয় আটক করে। আটক হওয়া যুবকের নাম সুব্রত দাস এবং সৌরভ দাস। পরবর্তী সময়ে মধুপুর থানার সেকেন্ড অফিসার শুভজিৎ দেব তাদের জিজ্ঞেস করলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কো-উইন গ্লোবাল কনক্লেভে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি-পিআইবি।

ভালুকিয়া টিলায় উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ভালুকিয়া লুঙ্গা এলাকায় রাস্তায় পড়ে থাকা এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করেছে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। নিহতের পরিচয় জানা যায়নি।

নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার অন্তর্গত ভালুকিয়া লুঙ্গা এলাকায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় লোকজন মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। মৃতের বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কিভাবে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ তুফানিয়া লুঙ্গা এলাকার রাস্তায় পড়ে রয়েছে কেউ কিছুই বলতে পারছেন না। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জুলাই।। আবারো অটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই যুবক। ঘটনা বিশালগড় নিচের বাজার এলাকায়। জানা যায় রং মিয়া ও জয়দুল হোসেন নামে দুই যুবক বাইকে করে বিশালগড় থেকে কামথানা নিজের বাড়িতে যাওয়ার সময় বিশালগড় নিজের বাজার এলাকায় অপর দিক থেকে আসা একটি অটোর সংগে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এতে আহত হয় বাইকের চালক রং মিয়া এবং পেছনে থাকা বাইক আরোহী জয়দুল হোসেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে দফতরের কর্মীরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে নতুননগর পঞ্চায়েতে অনাস্থা দেখা দিয়েছে অচলাবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। ফের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে পঞ্চায়েতে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। নতুননগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিতা আচার্জি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন শাসক দলের অন্য সদস্যরা। অনাস্থা প্রস্তাব ব্লকের বিডিওর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, অনাস্থার ছায়া এবার বামুটিয়া আর ডি ব্লকে। বামুটিয়া ব্লকের অধীন নতুননগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিতা আচার্জি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বিডিও ত্রিদ্বীপ সরকারের দ্বারস্থ হয়েছেন পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যরা। সোমবার দুপুরে ১১ সদস্য বিশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ জন সদস্য বামুটিয়া ব্লকে গিয়ে বিডিওর হাতে অনাস্থা প্রস্তাব তুলে দেন। এ-বিষয়ে জনৈকা সদস্যা পার্বতী দেবনাথ জানান, নতুননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সমস্ত সদস্যরাই ভারতীয় জনতা পার্টির। অনিতা আচার্জি বিশ্বাস প্রধানের দায়িত্ব পাবার পর থেকেই কোন কাজকর্মে বাকি সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখেন না। তাঁর মর্জিমাফিক পঞ্চায়েত পরিচালনা করছেন। তাছাড়াও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে প্রধানের বিরুদ্ধে।

অবশ্য, অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে সে বিষয়ে কিছু বলতে রাজি হননি বিডিও ত্রিদ্বীপ সরকার। তবে, পঞ্চায়েতের অচলাবস্থা নিরসনে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

তাকমাছড়া এডিসি ভিলেজে রেগার কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ জুলাই।। তাকমাছড়া এডিসি ভিলেজে রেগার কাজে বাঁধাদানের অভিযোগ উঠেআসলো। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত তাকমাছড়া এডিসি ভিলেজের থায়ারাই রিয়াং পাড়ায় আজথেকে রেগার কাজ শুরু করাহয়েছে।

তিপ্রা মথা দলের উদ্দ্যোগে সকল রেগার শ্রমিকদের নিয়ে কাজ শুরু করাহয়েছে বলে জানাযায়। এরইমধ্যে শাসক দলের দুইজন ব্যক্তি এসে কাজে বাঁধাদেয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের তীর এলাকার শাসকদলের নেতৃত্ব মন্তু মগ ও কৃষ্ণ দের্বমার দিকে। এই নিয়ে তিপ্রা মথা দলের নেতৃত্বরা জানান উনারা চাইছে কোনোপ্রকার ভেদাভেদ ছাড়া সকলে মিলে একত্রিতভাবে কাজ করতে।

কিন্তু কাজ শুরুর করার খবর পেয়ে মন্তু মগ কাজের জায়গায় উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের জানান এই কাজ করলে শ্রমিকরা মজুরী পাবেননা এমনটাই অভিযোগ। মন্তু মগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ভিশনকে পূর্বোত্তরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কেন্দ্র কাজ করছে ঃ কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। কেন্দ্রীয় সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ভিশনকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা বলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী রবি শংকর প্রসাদ। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে দেশকে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বিশ্ব শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। দেশের তথ্য ও প্রযুক্তিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই তিনি ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া ইত্যাদি প্রকল্পগুলি চালু করেছিলেন। যা আজ দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলির পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও সফলভাবে বিস্তার ঘটেছে। আজ সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে রাজ্যে প্রথমবারের মত আয়োজিত ত্রিপুরা স্টার্ট-আপ সপ্তাহের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তিমন্ত্রী রবি শংকর প্রসাদ একথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশের ডিজিটাল প্রযুক্তিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আরও বাড়ানো প্রয়োজন। আজ কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক, ত্রিপুরা সরকার, NASSCOM– STPI-এর যৌথ উদ্যোগে ত্রিপুরার স্টার্ট আপ আন্দোলনকে এক নতুন রূপ দিয়েছে। ত্রিপুরা স্টার্ট-আপ সপ্তাহের উদ্বোধনী দিনেই ২ হাজার যুবক যুবতী স্টার্ট-আপ-এর সাথে যুক্ত হয়েছেন। যা ত্রিপুরার স্টার্ট-আপ প্রকল্পের জন্য যথেষ্ট ইতিবাচক। কেন্দ্রীয় সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যে ভিশন রয়েছে তা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া ডিজিটাল ইন্ডিয়ারই একটি অংশ।

কেন্দ্রীয়মন্ত্রী আরও বলেন, করোনাকালীন পরিস্থিতিতে দেশে লকডাউন সহ বিভিন্ন বিধিনিষেধ থাকা সত্বেও দেশ চলমান ছিল। আর এটা দেশের নিজস্ব প্রযুক্তির মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই করোনাকালীন সময়ে আধার ভিত্তিক পেমেন্টের মাধ্যমে দেশের গ্রামে গ্রামে ৮ হাজার কোটি টাকা গরিবদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদিজী দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বলেছিলেন ভারতকে এমন একটি দেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরাকে পূর্বোত্তরের আইটি হাব করতে চাইছি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আইটি হাব করতে চাইছি। তাই ত্রিপুরা সরকার ২০১৯ সালে আই টি স্টার্ট-আপ প্রকল্প চালু করেছে। রাজ্যে আই টি স্টার্ট-আপ-এর উপযোগী পরিবেশও গড়ে তোলা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্প উদ্যোগীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং পরিকাঠামোর উন্নয়নে আর্থিক সহায়তাও করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্যে ১০০টি স্টার্ট-আপ তৈরি করা। এই উদ্যোগ ত্রিপুরাকে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক নতুন স্বপ্ন দেখাবে।যা বাস্তবায়িত করবে রাজ্যের তরুণ প্রজন্ম। আজ সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে ত্রিপুরায় প্রথমবারের মত আয়োজিত ত্রিপুরা স্টার্ট-আপ সপ্তাহের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে আই টি সেক্টরে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক নিরলসভাবে কাজ করছে। আমাদের রাজ্য ভৌগোলিক দিক দিয়ে ছোট হলেও স্টার্ট-আপ স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরিবেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয়দিন পরও সন্ধান মিলেনি নিখোঁজ ব্যক্তির, নদীতে তল্লাসীও ব্যর্থই হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ জুলাই।। টানা দুইদিন নদীতে খোঁজ করার পরেও কোনোপ্রকার খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ ব্যক্তির। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত অনুরাম পাড়া এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা বিরেন্দ্র রিয়াং (৬৫) গত ২৯ শে জুন নিখোঁজ হন। বাড়ীর লোকজনের ধারনা বিরেন্দ্র ত্রিপুরা বাড়ীর পাশ্ববর্তী নদীর জলে তলিয়ে যায়।

এই নিয়ে বাড়ীর লোকজন ও এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে অনেক খোঁজা খোঁজির পর বীরেন্দ্র ত্রিপুরার খোঁজ নাপেয়ে অবশেষে গত ৩রা জুলাই বীরেন্দ্র ত্রিপুরার খোঁজে প্রসাশনের দারস্ত হন। ঘটনার খবরপেয়ে নবম বাহীনি টি এস আর এর ডিজেস্টার টিমে থাকা জোওয়ান পিন্টু দাসের নেতৃত্বে নিখোঁজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২৫৬ ◘ ৬ জুলাই ২০২১ ইং ◘ ২১ আষাঢ় ◘ মঙ্গলবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি

পেট্রোলের দাম সেঞ্চুরি হাঁকাইয়াছে। আগরতলায় পেট্রোল প্রতি লিটার ১০০.০৫ টাকায় পৌঁছিয়াছে।ডিজেলের দামও প্রায় একশ টাকা ছুইছুইপরিস্থিতি। ডিজেল প্রতি লিটার ৯৩ টাকা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে কৃষকদের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন গোটা দেশ। পেট্রোল ডিজেলের মূল্য হ্রাস করিতে সরকার জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতে বাধ্য হইবে। ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির পদ্ধতিতে বদল আনিতে হইবে সরকারকে। করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে দেশের বেশীরভাগ মানুষ আর্থিক দিক দিয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। লাগামহীনভাবে পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পরিস্থিতিকে জটিল হইতে জটিলতর আকার ধারণ করিতে শুরু করিয়াছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে লাগামহীনভাবে মূল্য বৃদ্ধি নতুন করিয়া সমস্যার সৃষ্টি করিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে জ্বালানির মূল্য হ্রাস করিবার বদলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি নিরবে তেল কোম্পানীগুলিকে অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ করিয়া দিতেছে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তহবিল স্ফিত করাই জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন অপরিশোধিত তেলের দাম কমিতেছে ঠিক সেই সময়েও দেশের বাজারে পেট্রো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি কিসের ইঙ্গিত বহন করিতেছে? সরকার পেট্রোপণ্যের দাম কামাইবার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে না। পেট্রোপণ্যের মূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি করিয়া দেশবাসীর ঘারে অধিক করের বোঝা চাপাইবানর চেষ্টা শুরু হইয়াছে। সহজ কথা হইলো দাম বাড়িলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ট্যাক্স বাবদ আয়ও বাড়িবে। তাই পেট্রোপণ্যকে জিএসটি-এর আওতার বাইরে রাখিয়া অধিক হারে ট্যাক্স আদায় করিয়া সরকার বছরে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা আয় করিয়া চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় পেট্রোলে ৩৩ শতাংশ হারে ভ্যাট আদায় করিতেছে।

পেট্রোপণ্যের দাম বাড়িলে পরিবহণের ভাড়াও বাড়িবে স্বাভাবিক নিয়ম। এই ভাড়া বৃদ্ধির সাথে মূল্যবৃদ্ধির সম্পর্কও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পেট্রোলের মূল্য ১০০ টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ায় যান চালকদের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভ পরিলক্ষিত হইতেছে। আগামীদিনে যান বাহন চালাইবেন কিভাবে সেই চিন্তায় রহিয়াছেন যানবাহনের মালিক ও শ্রমিকরা। রাজ্যের বিভিন্ন সড়ক পথে যানবাহনের চালকরা দুইগুন তিনগুণ ভাড়া আদায় করিতে শুরু করিয়াছে। তাহাতে যাত্রীসাধারণ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে পণ্য পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। পেট্রোলের পাশাপাশি ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে কৃষকরা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছেন। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে কৃষকদেরও মাথায় হাত। উল্লেখ্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। কিন্তু তাহারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেনি। তাহার বদলে পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি করিয়া দেশবাসীকে জটিল পরিস্থিতির দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে সরকার ও তেল কোম্পানি গুলি।মোদি জমনার সাত বছরে জ্বালানির মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে বাইতে সেঞ্চুরি হাঁকাইয়াছে।

করোণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেও প্রতিদিন বাড়িতেছে পেট্রোল- ডিজেলের দাম। ব্যাপক হারে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তার ভাঁজ সর্বত্র। জ্বালানির মূল্য হ্রাস পাইবার কোন লক্ষণ নাই। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসিবার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল ক্ষমতায় আসিলে তাহারা পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমাইবে। পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকারের আমলে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপি দল কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনায় মুখর হইয়াছিল। ক্ষমতায় আসিবার পর মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার পেট্রোপণ্যের মূল্য হ্রাস করা তো দূরের কথা প্রতিনিয়ত পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার সবকা সাথ ,সবকা বিকাশের যে স্লোগান তুলিয়াছে সেই স্লোগানের সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল রহিয়াছে কি ?কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম কমাইবার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে দেশের জনগণ আরও বিপন্ন হইয়া পড়িবে। নিয়ন্ত্রনে রাখিবার জন্যও পেট্রোল ডিজেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি।

অভিজিতের তৃণমূলে যোগে দুঃখিত শর্মিষ্ঠা!

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি. স.): জল্পনা সত্যি করে অবশেষে ঘাসফুল শিবিরেই নাম লেখালেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ছেলে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। দাদা অভিজিতের তৃণমূলে যোগে দুঃখিত বোন শর্মিষ্ঠা ! এমনটাই মনে করছে নেট নাগরিকরা। কারন অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই টুইট করলেন তার বোন তথা প্রণব কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। টুইটারে """ স্যাড """ লিখে পোস্ট করেন শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। একুশের বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই তৃণমূলে যোগ অব্যাহত। ইতিমধ্যে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বহু নেতা নেত্রীরা। অপরদিকে সোমবার তৃণমূলে যোগ দিলেন প্রণব পুত্র। এদিন তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দেন অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। অভিজিতের তৃণমূল যোগ নিয়ে পরিবারের অন্দরের কী প্রতিক্রিয়া তা নিয়ে জল্পনা ছিলই।টুইট করেন শর্মিষ্ঠা। লেখেন, "স্যাড!!!"। তবে ঠিক কী কারণে তিনি দুঃখিত, বা কোন বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক, তা তিনি লেখেননি। যদিও অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বোনের টুইট দেখে অনেকের ধারণা কোন পুত্রের তৃণমূলে যোগ নিয়েই তার টুইট।'

প্রণবপুত্র অভিজিতের তৃণমূলে যোগদান

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি. স.) : প্রণবপুত্র তথা জঙ্গিপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় তৃণমূলে যোগদান করছেন। সম্ভবত সোমবার বিকেলেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন যাত্রা শুরু করবেন।দীর্ঘদিন ধরে জল্পনা, গুঞ্জন চলছিল। সেসবে ইতি টেনে এবার তা সত্যি করতে চলেছেন অভিজিৎবাবু।সূত্রের খবর, তৃণমূল ভবনে তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে স্বাগত জানাবেন দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেখানে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই কংগ্রেসের সঙ্গে বহু বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজনৈতিক কেরিয়ারের নতুন পথে পা রাখবেন অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। গত ২ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর তৃতীয়বার তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসায় শাসকদলে যোগদানের ঝোঁক বাড়ছে বিভিন্ন শিবিরের নেতাদের। বিজেপি থেকে ইতিমধ্যেই মুকুল রায় ঘরে ফিরেছেন। তাঁর পুত্র শুভ্রাংশু রায়ও যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। ওই একই দিনে দলবদলের তালিকায় নাম ছিল অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়েরও। তবে সেদিন তাঁকে ঘাসফুল শিবিরে দেখা যায়নি। এর আগে গত ২১ জুন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন জঙ্গিপুরের প্রাক্তন সাংসদ। ওই দিন অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন তিনি। এই সাক্ষাৎপর্ব নিয়ে সেসময় একটি মন্তব্য করতেও রাজি হননি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। অভিষেকের তরফেও এ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। সূত্রের খবর, নিজের পৈতৃক বাড়ি কীর্ণাহারে কোনও একটি অনুষ্ঠানের জন্য অভিষেককে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। আর সেখানেই নিজের দলবদলের ইচ্ছা প্রকাশ করে এসেছিলেন। সম্প্রতি একাধিক ইস্যুতে তিনি তৃণমূলের সুরে সুর মিলিয়ে টুইটে সরব হচ্ছিলেন বলে রাজনৈতিক মহলের খবর। আর তাতেই ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছিল, তাঁর রাজনৈতিক সমর্থনের দিকটি। সূত্রের খবর বলছে, সোমবার বিকেলেই তৃণমূল ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে দলবদল করবেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে দলে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব।

কোভিড-১৯ অতিমারি না এলে ভারতে অবহেলিত জনস্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজরই পড়ত না

নন্দগোপাল পাত্র

কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় রীতিমতো বিপর্যস্ত দেশ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জারি হয়েছে লকডাউন, এমনকি নাইট কার্ফুও। সরকারি-বেসরকারি সব হাসপাতালে কোভিড রোগীর জন্য নির্দিষ্ট শয্যাসংখ্যা বাড়িয়েও পরিস্থিতি সামলানো ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। এই লেখা যখন লিখছি তখন দিনে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা দেশে তিন লক্ষ ছুঁই ছুঁই, মৃত্যু গোটা অতিমারি পর্বে একনও অবধি সর্বোচ্চ। মনে পড়ছে গত বছর লকডাউনের সময় পড়া ১৮৯৮-এর প্লেগের সময় ভগিনী নিবেদিতার লেখা The Plague প্রবন্ধের কথা। ওই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'প্রথম ওই রোগের ধ্বংসলীলার কথা শুনেছিলাম এক ইউরোপীয় ভোজসভায় তারপর বাড়ি ফিরে শুনলাম, আমাদের বাড়ির রাস্তাতেই এক সপ্তাহে সাত জন মারা গেছে... যখন ইউরোপে আমরা শুনি যে, কোন স্থান রোগ অধ্যুষিত বলে ঘোষিত হয়েছে তখন আমরা সববকমের মৃত্যুর কথা কল্পনা করে নিই। যেমন, জনহীন পথে ঘাস গজিয়েছে, বাড়িগুলোর গায়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকা এবং মাঝরাতে অদ্ভুতস্বরে কে যেন বলছে তোমাদের মৃতদেহ বাইরে নিয়ে এস। কোভিড-১৯ সংকট বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের খামতিগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। ভারতের ক্ষেত্রে দেখিয়ে দিল ও ধরনের স্বাস্থ্যসংকটে যে স্বাস্থ্যপরিকাঠামো প্রয়োজন তার অভাব। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সংকটজনক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম, অ্যাম্বুলেন্স, এমনকী হাসপাতগুলিতে শয্যাসংখ্যা পর্যন্ত পর্যাপ্ত নয়। বা যে কোনও স্বাস্থ্যপরিকাঠামোর মৌলিক চাহিদা, তা আমাদের দেশে নেই।

স্বাস্থ্যের পরিধি বিরাট ও বহুমুখী। রোগমুক্ত থাকা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রা, প্রতিষেধকের প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, সাবান দিয়ে বার বার হাত ধোয়া, কাজকর্ম বন্ধ রেখে বাড়িতে থাকতে বললেই দায়িত্ব শেষ হয় না। বার বার হাত ধোয়ার মতো জলের জোগান গরিব -দুস্থ মানুষের ঘরে আছে কি না, কীভাবে দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব বিশেষত ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি অঞ্চলে, যাঁদের বসে খাওয়ার মতো সঞ্চয় নেই, তাঁদের দিন কী ভাবে চলবে-এ সব কিছুই জনস্বাস্থ্যের বাবনার বিষয়। তাই জনস্বাস্থ্যের দায় কেবলমাত্র স্বাস্থ্য দফতরের নয়। এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত শিক্ষা, অর্থ পরিবেশ, সমাজকল্যাণ, শ্রম, নগর পরিকল্পনা দফতর। নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখিত John H. Bryant এর জনস্বাস্থ্যের সংজ্ঞাও তা-ই বলছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্যের তফাত রয়েছে। যেমন এই অতিমারির সময় চিকিৎসক প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করেন। কিন্তু সর্বাঙ্গীণ ভাবে সুস্থ করে তোলার জন্য অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক ভাবে সুস্থ করে তোলাই জনস্বাস্থ্যেরই কাজ। জনস্বাস্থের যেমন দেখা হয় স্বাস্থ্য পরিষেবা, তেমনই দেখা হয় স্বাস্থ্যনীতি, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। করোনার অতিমারি বুঝিয়ে দিল আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তরে রোগ প্রতিরোধ করা এবং মহামারী সামলানো কতটা জরুরি।

দেখে নেওয়া যাক জনস্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে কেমন 'হু সাইথ ইস্ট এশিয়া জার্নাল অব পাবলিক হেলথ'— এ ২৭ মার্চ ২০১৮ প্রকাশিত গবেষণা পত্র থেকে জানা যায় ভারতের জনস্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম প্রথম শুরু হয় কেরালায়। স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর ১৯৯৫-এ কেরালা কোট্টায়ামের মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়-এ মাস্টার অব পাবলিক হেলথ পাঠক্রম। ১৯৯৭-এ কেরালার অচ্যুত মেনন সেন্টার ফর হেলথ সায়েন্স স্টাডিজ এবং শ্রী চিত্রা তিরুনাল ইনস্টিটিউড এপ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে এই পাঠক্রম পড়ানো শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ভারতের প্রথম চিনটি জনস্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে কেরালায়। ওই গবেষণার পত্র থেকে আরও জানা গেল ভারতে মাত্র ৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনস্বাস্থ্যের স্নাতকোত্তর পাঠক্রম রয়েছে। কর্ণাটকে আটটি, দিল্লি এনসিআর-এ ছ'টি, মহারাষ্ট্রে, পাঁচটি, চারটি উত্তরপ্রদেশে এবং তামিলনাড়ুতে, চণ্ডীগড়, গুজরাট, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা এবং পরিমবঙ্গে দুটি করে, হিমাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা ও পুদুচেরিতে আছে একটি করে। এদের মধ্যে আবার ২৬টি হল বেসরকারি। পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল দেশে জনস্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিস্মিত করে। এখানে বলতেই হয় চিকিৎসকের অপ্রতুলতার প্রসঙ্গ সম্পর্কে। ন্যাশনাল হেলথ প্রোফাইল ২০১৯ অনুযায়ী দেশে মেডিকেল কাউন্সিল অনুমোদিত চিকিৎসকের সংখ্যা ১১,৫৪,৬৮৬ জন। যেখানে ২০১০-এ ছিল ৮, ২৭,০০৬ জন। এই সময়কালে দেশে লোকসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়েনি। দেখা যাচ্ছে শুধু জনস্বাস্থ্য নয় ভারতে সার্বিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর গঠন অবহেলা রয়েছে। এই অবহেলার কারণ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বরাদ্দ। ২০১৫-১৬ এবং ২০২০-২১ তে স্বাস্থ্যে বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে জিডিপির মাত্র ০.৯ ও ১.৮ শতাংশ। এই বৃদ্ধি যে যথেষ্ট নয় তা দিনের আলোর মতো। স্পষ্ট। কোভিড ১৯ অতিমারি না এলে ভারতে অবহেলিত জনস্বাস্থ্যের দিকে বিশষ নজরই পড়ত না। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

করোনা মহামারি ও তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

অনুপম মুখোপাধ্যায়

করোনা এখন আমাদের চৌকাঠ পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই কিছু প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। তার ক্ষুধা কতটা? এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু আমরা ভয়ার্ত। আমরা ভয়ের মধ্যেই আমাদের জয়লাভের সম্ভাবনাও খুঁজছি। আমরা খুঁছি ইতিহাসের মধ্যে নিজেদের। হয়তো, ঠিক এখনই আমরা একটা ইতিহাসের মধ্যে আছি, এই যে দিনগুলো, একদিন ইতিহাস আমাদের মনে রাখবে একটা সন্ধিক্ষণের সাক্ষী হিসাবে। এক বিরল ত্রাসের পরিসরে আজ আমরা রয়েছি। মানুষকে যুগে যুগে এমনভাবেই সাক্ষী হতে হয়েছে, কারণ করোনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়,তা পেছনে আছে হাজার হাজার বছরের মানবিক অভিজ্ঞতা। তা প্রীতিকর নয়। কিন্তু তা মিথ্যাও নয়।

ইঙ্গমার বার্গম্যানের ৎদ্য সেভেন্থ সীল' যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা কিছুটা হয়তো অনুভব করতে পেরেছেন মধ্যযুগের ইউরোপে প্লেগের য়াবহতা, যার সামনে দাঁড়িয়ে নিরীশ্বর ব্যক্তির ঈশ্বরে কথা ভেবেছেন, আর চরম আস্থাশীল মানুষের মধ্যে দেখা দিয়ছে প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি একটা টালমাটাল মনোভাব। মৃত্যু যখন কালো পোশাকে শরীর ঢেকে এসে দাঁড়াচ্ছে, তাকে ব্ল্যাক ডেথ রূপে যখন স্পষ্ট চিনতে পারছে চলচ্চিত্রটির নাইট চরিত্র, এবং সেই নাইটের চোখ দিয়েই মৃত্যুকে দেখে শিহরিত হচ্ছি আমরা, যারা কেউ বিংশ শতাব্দির দর্শক, কেউ একবিংশ শতাব্দির দর্শক, কেউ একবিংশ শতাব্দির দর্শক, আমরা বুঝতে পারছি মহামারী কী ভয়ানক, কী মর্মান্তিক তার এগিয়ে আসা, তার গ্রাস, তার শুকনো জলহীন হাঁ। সে কখনও আমাদের সরাসরি ভক্ষণ করে, কখনও বা গিলে নেয় প্রতারণার আড়াল তেকে। একটা সমাজ যখন একটা মহামারির সামনে দাঁড়ায়, আর যখন সমাজটি সেই ব্যাধির প্রকোপ থেকে মুক্তি পায়, ক্ষণিকের মুক্তি হোক বা স্থায়ী রেহাই, সেই সমাজের গায়ে মহামারির দাগ লেগে থাকে, ইতিহাসের পাতা জুড়ে সেই দাগ অমোচনীয় হয়ে থাকে, কেউ তাকে মুছে ফেলতে পারে না।

একটা মহামারি এসে পড়ার আগে যে সমাজ, আর পরের যে সমাজ, তারা মেলে না। তাদের মিল অনেক থাকে, তাদের আবহমানতাও অনেক দূর অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে, কিন্তু চিনে নিতে অসুবিধা না হোক একই সমাজ আর তারা থাকে না। একটা মহামারি আসে মানুষকে সমষ্টিগতভাবে অনেক বদলে দিয়ে চলে যায়। প্লেগের আগের ইউরোপ দিয়ে প্লেগের পরের ইউরোপকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। গুটিবসন্ত আসার আগে যে বাংলার গ্রাম ছিল, ব্যাধিটি আসার পরে , নির্মূল হওয়ার পরে আর সেই বাংলা নেই। হয়তো একইরকম সবুজ আছে, তবু মানুষের মনের অন্তঃস্থলে কোথাও চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে গেছে বসন্তের ভয়াবহ স্মৃতি, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হবে বাঙালির রক্তের মধ্যে। বাঙালির অবচেতনে মড়কের বা মহামারির যে ধারণা জীবিত আছে, আমার মনে হয় তা অনেকটাই দুটিবসন্তকে কেন্দ্র করে, আর কিছুটা হয়তো কলেরাকে। বাঙালির মনঃস্তত্বে প্লোগের ভূমিকা অত গভীর হয়নি বলেই আমার মনে হয়। আজও গ্রামের দিকে গেলে পল্লিতে পল্লিতে পাবেন শীতল মাতার মন্দির। ধুমধাম করে পুজো হয় প্রত্যেক বসন্ত ঋতুতে। বাইরে কাজ করা প্রতিটি মানুষ ওই পরবের সময় ঘরে ফিরে আসে—গ্রামের পুজোয় অংশ নেয়, যে পুজো তাদের পূর্বজদের প্রাণরক্ষা করেছিল, আজও তাদের সুস্থসবল রাখবে, এই তাদের চেতন-অবচেতন বিশ্বাস।

আজ আমরা করোনা নিয়ে সন্ত্রস্ত। এই ব্যাধির আগে ঠিক এমনই ব্যাধি আদ থেকে একশো বছর আগে ভারতে এসেছিল। হ্যাঁ, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে যে স্প্যানিশ ফ্লু ভারতে আছড়ে পড়েছিল, সেই করোনার মতোই এক বিদেশি ব্যাধি ছিল, যা ১৯৯৮ থেকে ১৯২০-র মধ্যে সারা পৃথিবীতে আনুমানিকভাবে ৫০ থেকে ১০০ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছিল। বুঝতেই পরিছেন সংখ্যাটা ৫০ মিলিয়ন কমবেশি হতে পারে, অর্থাৎ পুকোছাপা কোন পর্যায়ে করা হয়েছিল। ব্যাধিটি আমাদের দেশে অলিখিতভাবে ও শাসকের দলিল বহির্ভুতভাবে শোনা যায় প্রায় এক কোটি আশি লক্ষ ভারতীয়কে হত্যা করেছিল। সেটা যদি সত্যিই ঘটে থাকে, ব্রিটিশরাজকে কোনও ভারতীয় পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষমা করা মুশকিল হয়ে যায়, কারণ দুটো বিশ্বযুদ্ধ মেলালেও অত লোকের মৃত্যু হয়নি। আজ কিন্তু ভারতে স্প্যানিশ ফ্লু এক প্রায় বিস্মৃত নাম। আজ ভারতে কেউ স্প্যানিশ ফ্লু নিয়ে কথা বলে না। কোনও স্কুলপাঠ্য বইয়ে তার সম্পর্কে কিছুই নেই।

অধিকাংশ বাঙালি প্লেগের নাম জানলেও স্প্যানিশ ফ্লুর নাম জানেন না। আজ ইনফ্লেয়েঞ্জা এক নিরীহ অসুখ, তার মৃত্যু দেওয়ার শক্তি নেই। কিন্তু , আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে এই স্পেনীয় ইনফ্লুয়েঞ্জাই প্লেগের চেয়ে কিছু কম ভয়াবহ হয়ে আমাদের দেশে আছড়ে পড়েনি। অবশ্য সে নামেই স্পেনীয় ছিল। স্পেনের জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে তার কোনও যোগ ছিল না। একমাত্র স্পেনই তাদের দেশে এই ব্যাধির ধ্বংসলীলা অবাধে প্রকাশ করেছিল, কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্পেন চিল নিরপেক্ষ ভূমিকায়। ফলে যুদ্ধরত শক্তিগুলো স্পেনকেই ভিলেন বানিয়ে দেয় এই অসুখের অমন অনৈতিক নাম রেখে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ভারতে স্প্যানিশ ফ্লু যে অবাধ মারণযজ্ঞ চালিয়েছিল, তারকিছু বড় কারণ ছিল। ব্রিটিশ সরকারের অবিবেচনা ও উদাসীনতা তো ছিল, তার সঙ্গে অপুষ্টি, চিকিৎসার অভাব, অপদার্থ স্বাস্থ্যবিধি, আর সার্বিক সদিচ্ছার অভাব ছিল। ওই সময়েই যখন আমেরিকার সিয়াটলে পুলিশ এই ফ্লু থেকে বাঁচতে মুখে মাস্ক ব্যবহার করছে, ঠিক যেমন আজকের করোনার ক্ষেত্রে আমরা করছি, ভারতবাসী অজ্ঞ জনসমষ্টি হিসাবে তার করাল গ্রাসে নিজেদের সঁপে দিচ্ছিল। এই অসুখ সম্পর্কে মানুষ তখনও খুব জানতে পারেনি, কারণ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো নিজেদের অক্ষমতা আড়াল করার জন্য এই ব্যাধির প্রকৃত রূপ আর মৃত্যর পরিসংখ্যান আড়াল করেছিল। আর এসে পড়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, যার শোরগোলে এই ব্যাধি চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঘটনা হল, স্বয়ং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ও এই অসুখে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এবং মরতে মরতে বেঁচেছিলেন। বাঁচাটা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ এ রোগ সময় দিত না। সকালে আক্রান্ত হয়ে দুপুরের মধ্যে মৃত্যুরও অনেক উদাহরণ আছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিজেপি-র আন্দোলন মনে পড়িয়ে দিল ৩১ বছর আগের ভেজাল তেলের আন্দোলনকে

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি. স.) : সেটাও ছিল জুলাই মাস। সালটা ১৯৮৮। কলকাতা উত্তাল। ২০২১-এর ৫ জুলাইও শহর উত্তাল জাল টিকার প্রতিবাদে বিজেপি-র আন্দোলনের জন্য। '৮৮-তে উত্তাল ছিল বেহালার ভেজাল তেলকান্ডে। পার্থক্যটা হল সেদিন আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ তিনি শাসক-নেত্রী হিসাবে আন্দোলন ভাঙার দায়িত্বে। রাজনীতির বৃত্ত এভাবেই বুঝি সম্পূর্ণ হল।

জাল টিকা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হচ্ছে। লোকে ভুলে গিয়েছে, কী হয়েছিল ৩১ বছর আগে? এক রাতে ভেজাল রেপসিড তেলে তৈরি রান্না খেয়ে বেহালার বুড়ো শিবতলা তল্লাটে শ'তিনেক মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল অন্ধকার। এত বছর পরেও তাঁদের খেতে হয় ওষুধ। অনেকেই হাঁটতে পারেন না লাঠি ছাড়া। কেউ আবার হাঁটেন দেওয়াল ধরে বা কারও কাঁধে ভর দিয়ে।

১৯৮১-র উদ্বেগ-আতঙ্ক শুরু হয় জুলাইয়ের মাঝপর্বে। হঠাৎ দেখা যায় প্রায় একই সঙ্গে বেহালার বুড়োশিবতলার রায়বাহাদুর রোড, কবিগুরু সরণি, মুসলমান পাড়া, মালাকার পাড়া, গোবর ঝুড়ির মূলত বস্তিবাসীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। চিকিৎসকরা এটি সাধারণ খাদ্যজনিত বিষ বলে মনে করেছিলেন। ১৭ জুলাই পক্ষাঘাতগ্রস্থ ৩০ জন রোগী বিদ্যাসাগর হাসপাতালে যায়। স্রোতের হত হাসপাতালে আসতে থাকে রোগীরা। কয়েক দিনের মধ্যে, সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৫০০। 'গরিব ভাণ্ডার' নামে রেশন দোকান থেকে তাঁরা রেপসিড তেল কিনে রান্না করেছিলেন। সেই তেলের বিষক্রিয়াতেই অত কান্ড হয়।

জাল টিকাকান্ড প্রকাশ্যে আসার পর প্রায় প্রথম দিন থেকে সরকার এবং শাসকপক্ষের সঙ্গে মূল অভিযুক্তর ঘনিষ্ঠ যোগসাজসের অভিযোগ উঠছে। ভেজাল তেলকান্ডে কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ তোলা হয় 'গরিব ভাণ্ডার'-এর মালিকের ছেলের সঙ্গে রাজ্যের তৎকালীন মন্ত্রী রবীন মুখার্জির ছেলের বন্ধুত্ব রয়েছে। তবে, এবারের জাল টিকাকান্ডে যোগসাজসের অভিযোগ আরও প্রসারিত, আরও গভীর।

যাই হোক, ভেজাল তেলকান্ডে মাঠে নেমে পড়েন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তখন কংগ্রেস সাংসদ। দিনের পর দিন সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠার খবর। সমাবেশ-মিছিলে ঝলকে উঠছে প্রতিবাদ। এই প্রতিবেদক সংবাদ সংগ্রহের জন্য কোনও দিন হাজরার মিছিলে, কোনও দিন বিদ্যাসাগর হাসপাতালে গিয়েছিলেন। আন্দোলনের পুরোভাগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কয়েকজন এখন রাজ্যের নেতা-মন্ত্রী। ছিলেন আপাত নির্বাসিত শোভন চট্টোপাধ্যায়ও।

সেই আন্দোলনেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সহযোগিতা নেন। কেন্দ্রীয় রাজস্বমন্ত্রী অজিত পাঁজা, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মতিলাল ভোরা হাসপাতালে এঁদের ঢল পড়ে গিয়েছিল অসুস্থদের দেখার জন্য। অজিত পাঁজা অসুস্থদের বেশ কিছু পরিবারকে ৫০০ টাকা করে সহায়তা দেন। ১৯৮৮-র ফেব্রুয়ারি থেকে চার বছর ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সুধীর রঞ্জন মজুমদার। মমতার আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনিও এলেন। আন্দোলনের রেশ ছড়িয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গেও। কোচবিহারে পুলিশের গুলিতে দু'জনের মৃত্যু হয়। বামফ্রন্ট সরকার দোকানমালিক-সহ ১৬ জনকে গ্রেফতার করে।

মমতার সেই আন্দোলনে নাজেহাল হয় সরকার। জ্যোতি বসু তখন মুখ্যমন্ত্রী। খাদ্য ও সরবরাহ দফতর ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতে। মন্ত্রী নির্মল বসু সাফাই গাইলেন, "রেশন দোকানে তেল সরবরাহ পর্যন্ত আমাদের দায়িত্ব।" তাহলে কলকাতা পুরসভা কী করছিল? মেয়র কমল বসু প্রথমে দাবি করলেন, "পুর ইন্সপেক্টরদের রেশন দোকানে তল্লাশির এক্তিয়ার নেই।" জানা গেল, তাঁর দাবি ঠিক নয়। এবার চেপে ধরায় তিনি বললেন, "এলাকায় অসন্তোষ হতে পারে ভেবে রেশন দোকানে অভিযান হয়নি।" জানা গিয়েছিল, সরিষার তেল (দাম প্রতি কেজি ২৬ টাকা) বিক্রি করার জন্য ট্রাইসাইল ফসফেটকে রেপসিড তেলের (দাম ১৪.৪০ টাকা কেজি) সঙ্গে মেশানোয় বিষক্রিয়া হয় বলে জানা গিয়েছিল। যদিও গরিব ভান্ডারে তৎক্ষণাৎ এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের অভিযান হয়নি। সূত্রের খবর, মালিক চটজলদি ভেজাল তেলের মজুত দোকান থেকে সরিয়ে দেন। ফলে লঘু হয়ে যায় অভিযুক্তর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ। আজও পঙ্গু হয়ে মৃতপ্রায়ের মত বেঁচে আছে বেহালার সেই ভেজাল-তেল কান্ডে অসুস্থদের অনেকে। ওই আন্দোলনের ধাপে অনেকটাই উত্তরণ হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এক দশক ধরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। জাল টিকাকান্ডে আন্দোলন ভাঙার ঘুঁটি সাজাতে হচ্ছে তাঁকে। এভাবেই বুঝি ফিরে আসে ইতিহাস। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দরা। ছবি ঃ নিজস্ব

লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি পেট্রোল ও ডিজেলের, মধ্যবিত্তের মাথায় হাত

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): মূল্যবৃদ্ধিতে রেকর্ড গড়েই চলেছে পেট্রোল ও ডিজেল। দুই জ্বালানি তেলের দাম ধীরে ধীরে মধ্যবিত্তের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। সোমবার ফের মহার্ঘ্য হল পেট্রোল ও ডিজেল। এদিন দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু-সহ দেশের সর্বত্রই দামি হয়েছে জ্বালানি তেল। মুম্বইয়ে ১০৬ টাকা ছুঁতে চলেছে পেট্রোল, বেঙ্গালুরুতে লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম ১০৩ টাকার বেশি। চেন্নাইয়ে ১০০ ছাড়িয়েছে পেট্রোলের দাম, এবার দিল্লি ও কলকাতাতেও ১০০ টাকা ছুঁইছুঁই এক লিটার পেট্রোলের দাম। সোমবার মূল্যবৃদ্ধির পর রাজধানী দিল্লিতে লিটারপ্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৯.৮৬ টাকা এবং ডিজেল ৮৯.৩৬ টাকা। কলকাতায় পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত দাম, যথাক্রমে-৯৯.৮৪ টাকা প্রতিলিটার পেট্রোল এবং ৯২.২৭ টাকা প্রতিলিটার ডিজেল। মুম্বইয়ে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০৫.৯২ টাকা এবং ডিজেল ৯৬.৯১ টাকা। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল ৯৩.৯১ টাকা। বেঙ্গালুরুতে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০৩.২০ টাকা এবং ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৯৪.৭২ টাকা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

২৮-হাজারের নীচে কোভিড-সংক্রমণ, ব্রাজিলে দৈনিক মৃত্যু কমে ৭৭৬

রিও ডি জেনেইরো, ৫ জুলাই (হি.স.): ব্রাজিলে অনেকটাই কমে এল কোভিডে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নগামী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ৭৭৬ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ২৪ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৭ হাজার ৭৮৩ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮,৭৬৯,৮০৮ জন। সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই আগের দিনের তুলনায় কমে গিয়েছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ২৭,৭৮৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৮,৭৬৯,৮০৮ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭৭৬ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৭৫ জনের। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৭,০৮২,৮৭৬ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১৬২,৪৫৭ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

৩৮ বেড়ে ৬.২১-লক্ষাধিক মৃত্যু, কোভিডের আগ্রাসন স্থিমিত আমেরিকায়

ওয়াশিংটন, ৫ জুলাই (হি.স.): করোনার ভয় কাটিয়ে স্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকায় কমেই চলেছে করোনার দৈনিক সংক্রমণ, মৃত্যুও নিম্নমুখী। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪,১৬৯ জন (আগের দিনই আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৮ হাজারের বেশি)। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৮ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩৪,৫৯২,৩৭৭-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ।আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৩৮ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ২১ হাজার ২৯৩ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪ হাজার ১৬৯ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৮ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪,৫৯২,৩৭৭-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৯,০৯৬,৮১৬ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৬৮ জন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

যোধপুরে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত্যু ৬ জনের

যোধপুর, ৫ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানের যোধপুরে ট্রাক ও বোলেরো গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন মোট ৬ জন। রবিবার গভীর রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে যোধপুর জেলার মান্ডোর তেহসিলের অন্তর্গত ডাঙ্গিয়াওয়াস গ্রামের কাছে। মৃতরা সকলেই আজমের জেলার বাসিন্দা। যোধপুরের ডিসিপি (পূর্ব) ভুবনভূষণ যাদব জানিয়েছেন, রবিবার গভীর রাতে মান্ডোর তেহসিলের অন্তর্গত ডাঙ্গিয়াওয়াস গ্রামের কাছে একটি বোলেরো গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর পৌঁছে যায় পুলিশ। ৭ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৬ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। একজনের চিকিৎসা চলছে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য এমডিএম হাসপাতালে রাখা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি আজমের জেলায়।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সুস্থ হয়েই এবার বাড়ি ফেরার পথে নাসিরুদ্দিন শাহ

মুম্বই, ৫ জুলাই (হি. স.) : বুকে সাদা 'প্যাচ' নিয়ে ৩০ জুন মুম্বইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন অভিনেতা নাসিরুদ্ধন শাহ। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আগের থেকে অনেকটাই ভাল আছেন তিনি। ছুটি পেতে পারেন সোমবারই। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আগের থেকে অনেকটাই ভালো আছেন তিনি। নাসিরুদ্দিনের বয়স অনেকটাই হয়েছে প্রায় ৭০ বছর। করোনা আক্রান্ত হওয়ার চান্স ছিল অনেকটাই সেই কারণে তাঁর এই শারীরিক পরিস্থিতির কথা ভেবে বেশ চিন্তায় ছিলেন অভিনেতার অনুরাগী মহল। নাসিরের স্ত্রী রত্না পাঠক আশস্ত করেছেন, "ওই সাদা প্যাচ যা নিউমোনিয়া বলে ভেবেছেন চিকিৎসকরা তা ফুসফুসের এক কোনের দিকে হওয়ায় তাতে রিস্ক বেশ খানিকটা কম। আর এই জন্যেই একটু সুস্থ হবার পরেই তাঁর ছুটি হতে পারে আজই"। প্রসঙ্গত, গুরুতর অসুস্থ হয়ে ৩০ জুন মুম্বইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয় নাসিরুদ্ধন শাহকে। তারপর চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনি এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। হিন্দুস্থান সমাচার

আগে রাজ্যের মর্যাদা ফেরাতে হবে, তারপর ভোট জম্মু-কাশ্মীরে : গুপকার জোট

শ্রীনগর, ৫ জুলাই (হি.স.): সর্বপ্রথম জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে, তারপর বিধানসভা নির্বাচনের আয়োজন করা যাবে। সোমবার জানিয়ে দিল গুপকার জোট। একইসঙ্গে গুপকার জোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংসদে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা সম্মান করতে হবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে।গুপকার জোটের মুখপাত্র এবং সিপিআই (এম) নেতা এম ওয়াই তারিগামি জানিয়েছেন, 'যতদূর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়, সংসদে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি, নিজেদের কথাকে তাঁদের সম্মান জানাতে হবে।' তারিগামি আরও জনিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরকে সম্পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার পরই বিধানসভা ভোট হতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের নেতাদের সর্বদলীয় বৈঠকের পরিণাম নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে গুপকার জোট। জোটের মতে, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির যথেষ্ট অভাব রয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

উত্তরাখণ্ডে ১৩ জুলাই অবধি বাড়ল কারফিউ, সপ্তাহান্তে বন্ধ থাকবে বাজার

দেহরাদূন, ৫ জুলাই (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে আরও কিছুদিনের জন্য বাড়ানো হল কোভিড-কারফিউর মেয়াদ। নতুন করে রাজ্যের কোভিড-পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর উত্তরাখণ্ড সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী ১৩ জুলাই সকাল ৬টা অবধি উত্তরাখণ্ডে লাগু থাকবে কোভিড-কারফিউ। সপ্তাহান্তে বন্ধ থাকবে বাজার এবং ৫০ শতাংশ ক্যাপাসিটি নিয়ে খোলা যাবে শপিং মল।

সোমবার উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের মুখপাত্র সবোধ উনিয়াল বলেছেন, 'আগামী ১৩ জুলাই সকাল ৬টা অবধি উত্তরাখণ্ডে বাড়ানো হয়েছে কোভিড-কারফিউর মেয়াদ। সপ্তাহান্তে বন্ধ থাকবে বাজার এবং ৫০ শতাংশ ক্যাপাসিটি নিয়ে খোলা যাবে শপিং মল।'

অসুস্থ কল্যাণ সিং, শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): গত শনিবার মৃদু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এরপর রবিবার সন্ধ্যা থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল কল্যাণ সিংয়ের। শনিবার থেকে রাম মনোহর লোহিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন কল্যাণ সিং, শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেলে সায়েন্সেস-এ। ৮৯ বছর বয়সী কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থার দিকে সর্বদা নজর রাখছেন চিকিৎসকরা। কল্যাণ সিংয়ের কিডনির সমস্যাও রয়েছে। কল্যাণ সিং এখন আইসিইউ-তে রয়েছেন। কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কল্যাণ সিংয়ের ছেলে রাজবীরকে ফোন করে তাঁর বাবার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গেও কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী, কল্যাণ সিংকে সর্বোত্তম সম্ভাব্য চিকিৎসা নিশ্চিত করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

আমি সিংহের ছেলে, কখনই ভয় পাব না : চিরাগ পাসোয়ান

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করলেন তাঁর ছেলে চিরাগ পাসোয়ান। চিরাগ বললেন, তিনি সিংহের ছেলে এবং কখনই ভয় পাবেন না। সোমবার রামবিলাস পাসোয়ানের জন্মবার্ষিকী, এদিন দিল্লিতে চিরাগ পাসোয়ান, তাঁর মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা রামবিলাসের স্মরণে "পাসোয়ান" নামক বই প্রকাশ করেন। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানেই আবেগতাড়িত হয়ে চিরাগ বলেন, 'আমি সিংহের ছেলে, কখনই ভয় পাব না। আমাদের যতই ভেঙে ফেলার চেষ্টা হোক না-কেন...।'

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, 'হাজীপুর থেকে আশীর্বাদ যাত্রা শুরু করছি আমি, কারণ হাজীপুর আমার বাবার কর্মভূমি ছিল। প্রতিটি জেলায় আশীর্বাদ যাত্রার আয়োজন করব আমরা। মানুষের আশীর্বাদ নেওয়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। কাউকে শক্তি দেখানোর অবস্থায় আমি নেই, নিজের লোকেরাই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

শিবসেনা ও বিজেপির মধ্যে বন্ধুত্ব সর্বদা অক্ষুণ থাকবে : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ৫ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ বলেছেন, "শিবসেনা ও বিজেপি শত্রু নয়"। দেবেন্দ্র ফড়ণবীশের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত জানালেন, 'শিবসেনা ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু বন্ধুত্ব সর্বদা অক্ষুণ থাকবে।' আবার মহারাষ্ট্র বিজেপির সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাটিল বলেছেন, 'শিবসেনা ও বিজেপি শত্রু নয়, এ কথা ১০০ শতাংশ ঠিক, তার মানে এই নয় যে শিবসেনা ও বিজেপি একসঙ্গে এসে সরকার গঠন করবে।'

দেবেন্দ্র ফড়ণবীশের "শিবসেনা ও বিজেপি শত্রু নয়"-এই মন্তব্যের পেক্ষিতে সোমবার শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'আমরা ভারত-পাকিস্তান নয়। আমির খান ও কিরণ রাওকে দেখুন, অনেকটাই তাঁদের মতো। আমাদের (শিবসেনা-বিজেপি) রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু বন্ধুত্ব সর্বদা অক্ষুণ থাকবে।' এদিনই মহারাষ্ট্র বিজেপির সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাটিল বলেছেন, 'দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ বলেছেন শিবসেনা ও বিজেপি শত্রু নয়, এ কথা ১০০ শতাংশ ঠিক, তার মানে এই নয় যে শিবসেনা ও বিজেপি একসঙ্গে এসে সরকার গঠন করবে।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কোভিড-১৯: বাংলাদেশে এক দিনে সর্বোচ্চ ১৬৪ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৫ জুলাই।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা দেশে এক দিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড। এ পর্যন্ত করোনায় দেশে মোট মৃত্যু হয়েছে ১৫ হাজার ২২৯ জনের। এর আগে, গত রোববার একদিনে সর্বাধিক ১৫৩ জন মারা যাওয়ার রেকর্ড হয়েছিল। এছাড়া কয়েকদিন ধরে প্রতিদিনই মৃত্যুর নতুন রেকর্ড হচ্ছে। গত ১ জুলাই ১৪৩, ২ জুলাই ১৩২ এবং ৩ জুলাই ১৩৪ জনের মৃত্যু হয়।

এদিকে, ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন ৯ হাজার ৯৬৪ জন, যা দেশে এক দিনে সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ড। এ নিয়ে মোট শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯ লাখ ৫৪ হাজার ৮৮১ জনে।

সোমবার (৫ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনাবিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৩৫ হাজার ৪২ জনের। পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৪ হাজার ২টি। নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ২৯ দশমিক ৩০ শতাংশ। দেশে এ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬৭ লাখ ৫৭ হাজার ৫৬২টি। মোট পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ১৪ দশমিক ১৩ শতাংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ১৬৪ জনের মধ্যে ৫৫ জনই খুলনার। এছাড়া ঢাকায় ৪০, চট্টগ্রামে ১৮, রাজশাহীতে ১৬, বরিশালে ৯, সিলেটে ৮, রংপুরে ১৬ এবং ময়মনসিংহে ২ জন মারা গেছেন। মারা যাওয়াদের মধ্যে ১০৯ জন পুরুষ এবং ৫৫ জন নারী। এদের মধ্যে ১৫ জন বাসায় মারা গেছেন। ১ জনকে হাসপাতালে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছে। বাকিরা হাসপাতালে মারা গেছেন। এ পর্যন্ত ভাইরাসটিতে মোট মারা যাওয়া ১৫ হাজার ২২৯ জনের মধ্যে পুরুষ ১০ হাজার ৭৮৫ জন এবং নারী ৪ হাজার ৪৪৪ জন।

বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়াদের মধ্যে ৮৩ জনের বয়স ৬০ বছরের বেশি। এছাড়া ৫১ থেকে ৬০ বছরের ৪৭, ৪১ থেকে ৫০ বছরের ১৮, ৩১ থেকে ৪০ বছরের ১২ এবং ২১ থেকে ৩০ বছরের ৪ জন রয়েছেন।

গত বছরের ৮ মার্চ দেশে প্রথম ৩ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

হিন্দু-মুসলিম এক মন্তব্যে টুইটে মোহন ভাগবতকে কটাক্ষ দিগ্বিজয় সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.):: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন রাও ভাগবতের বক্তব্য নিয়ে রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে। রবিবার গাজিয়াবাদে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহ রাওয়ের উপদেষ্টা ডঃ খাজা ইফতিখার আহমেদের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে সঙ্ঘ প্রধান বলেন, "সমস্ত ভারতীয়ের ডিএনএ এক, তা হিন্দু হোক বা মুসলমান।" যা নিয়ে সোমবার একের পর এক টুইট করে মোহন ভাগবতকে কটাক্ষ করেন বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং।

মোহন ভাগবতের বয়ানের পর সোমবার কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং টুইটে লেখেন, মোহন ভাগবতজি আপনার এই বিচার কি আপনি আপনার শিষ্য, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজংর দলের কর্মীদেরও দেবেন? আপনি কি এই শিক্ষা মোদী-শাহ এবং বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীদেরও দেবেন? যদি আপনি নিজের বয়ানের প্রতি ইমানদার থাকেন, তাহলে বিজেপির যেসব নেতা নির্দোষ মুসলিমদের প্রতারিত করেছে, তাঁদের তৎকাল পদ থেকে হটানোর নির্দেশ দিন।

দিগ্বিজয় সিং আরও লেখেন, শুভারম্ভ নরেন্দ্র মোদী এবং যোগী আদিত্যনাথকে দিয়েই করুন। আমি জানি আপনি করবেন না, কারণ আপনার বলা আর করার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। আপনি ঠিক বলেছেন, প্রথমে আমরা ভারতীয়। কিন্তু এই কথা আপনি আপনার শিষ্য আগে বোঝান। ওঁরা আমাকে অনেকবার পাকিস্তানে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, রবিবার গাজিয়াবাদে মুসলিম রাষ্ট্র মঞ্চের ব্যানারে আয়োজিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহ রাওয়ের উপদেষ্টা ডঃ খাজা ইফতিখার আহমেদের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) - এর সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন রাও ভাগবত। ওই কর্মসূচিতে তিনি বলেন, আরএসএস সংখ্যালঘু-বিরোধী বা ভারতে মুসলিমরা বিপদের মধ্যে আছেন বলে যে ভয় দেখানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। সংঘ প্রধান বলেন, যখন লোকজন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কথা বলেন, তখন আমরা বলি যে, প্রমাণিত হয়েছে যে আমরা গত ৪০ হাজার বছর ধরে একই পূর্বপুরুষের বংশধর। ভারতের মানুষের ডিএনএ একই রকম। হিন্দু ও মুসলমান দু"টি দল নয়। তাই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কিছু নেই, আমরা ইতিমধ্যে ঐক্যবদ্ধ।'

মাত্র ১ ঘন্টায় ১০ লক্ষ চারা গাছ পুঁতে নজর কাড়ল তেলঙ্গনার আদিলাবাদ

আদিলাবাদ, ৫ জুলাই (হি.স.): উষ্ণায়ণের কবলে তীব্র দাবদাহের শিকার বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত। এমন সময় অভিনব উদ্যোগ ভারতের তেলঙ্গনায়। মাত্র ১ ঘণ্টায় ১০ লক্ষ চারা গাছ পুঁতে রেকর্ড পরিমান গাছ লাগিয়ে মানুষের নজর কাড়ল তেলঙ্গনার আদিলাবাদ। গ্রিন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ নামের একটি সংগঠনের ৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে এমন অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়। রবিবার আর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যসভার সাংসদ যোগীনিপল্লি সন্তোষ কুমার।

জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পে প্রায় ৩০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক অংশ নিয়েছেন। এত কম সময়ে ১০ লক্ষ গাছ পুঁতে কার্যত নজির সৃষ্টি করেছে তারা। ঘটনার প্রশংসা করে সারা দেশের বহু মানুষ। দুর্গানগর, বেলা মণ্ডল প্রান্তিক, অ্যান্ড বি রোড ইত্যাদি জায়গায় রেকর্ড সংখ্যক গাছ বোনা হয়েছে।

'হরা হে তো ভরা হে' অর্থাৎ সবুজ থাকলে সব পরিপূর্ণ থাকবে। এমনটাই স্লোগান গ্রিন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ সংগঠনের সদস্যদের। এদিন গাছ লাগানোর এই উৎসবে যোগ দেন তেলঙ্গনার পরিবেশ ও প্রযুক্তি মন্ত্রী আলোলা ইন্দ্রা করণ রেড্ডি। বেশ কয়েকজন বন দফতরের কর্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেন। এর আগে ২০১৮ সালেও গাছ লাগিয়ে সবুজায়নের প্রকল্প নিয়েছিল গ্রিন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ সংস্থা। সেই সময় সারা রাজ্য জুড়ে বহু গাছ লাগানো হয়। সেই অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো পাঠানো হয়েছিল গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। -হিন্দুস্থান সমাচার /

প্রয়াত সমাজকর্মী স্ট্যান স্বামী

মুম্বই, ৫ জুলাই (হি. স.) : দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৮৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বর্ষীয়ান সমাজকর্মী স্ট্যান স্বামীর। সোমবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। আদিবাসী অধিকারের জন্য তিনি জীবনের দীর্ঘ সময় লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। ভীমা-কোরেগাঁও হিংসা মামলায় তিনি প্রায় এক বছর ধরে জেলে বন্দি ছিলেন।

এদিন স্ট্যান স্বামীর আইনজীবী বম্বে হাইকোর্টে জানান, রবিবার থেকেই ভেন্টিলেটর সাপোর্টে ছিলেন তিনি। এদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ীই গত ২৮ মে থেকে মুম্বইয়ের হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। সেখানেই বয়সজনিত কারণে নানা রোগের চিকিৎসা চলছিল।

ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা ৮৩ বছরের খ্রিস্টান মিশনারি স্ট্যানকে গত বছরের অক্টোবর মাসে গ্রেফতার করে এনআইএ। তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে পুণের ভীমা-কোরেগাঁওয়ে মাওবাদীদের সাহায্যে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনায় মাওবাদী ঘনিষ্ঠ সংগঠন এলগার পরিষদও জড়িত ছিল বলে অভিযোগ। তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র তরফে স্ট্যান স্বামীর বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগও করা হয়। স্ট্যান স্বামী ও তাদের সঙ্গীদের আদালতের নির্দেশে নভি মুম্বইয়ের তালোজা জেলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা বারংবার জেলের অব্যবস্থা ও অপর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার অভিযোগ জানিয়েছিলেন। মে মাসে এলগার পরিষদ-মাওবাদী সংযোগ মামলায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিচারপতি এসজে কাঠাওয়ালা ও এসপি তাভাড়ের সামনে পেশ করা হয় স্ট্যান স্বামীকে। সেখানে স্ট্যান স্বামী জানান, জেলবন্দি হওয়ার পর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে অবনতি হয়েছে। আট মাস আগে যখন তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়, তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। কিন্তু বিগত আটমাস ধরে শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতিই হয়েছে। আটমাস আগে তিনি একাই স্নান, খাওয়া, হাঁটতে পারতেন, এমনকি লিখতেও পারতেন। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে, একে একে সব ক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে। এখন তিনি ঠিকমতো খেতেও পারেন না। কাউকে চামচ দিয়ে খাইয়ে দিতে হয়। আদালতের তরফে মুম্বইয়ের জেজে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলে, তা তিনি খারিজ করে দেন। বলেন, "আমি আগেও ওই হাসপাতালে দুইবার ভর্তি হয়েছি, আমি ওখানের ব্যবস্থা জানি। এর থেকে আমি রোগে কষ্ট পেয়ে মরে যাওয়া বেশি পছন্দ করব"। সেই সময় অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। এরপর গত সপ্তাহেই তিনি ফের একবার আদালতে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু আদালতের রায়ের আগেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ষীয়ান সমাজকর্মী। হিন্দুস্থান সমাচার /

মহারাজগঞ্জবাজারে প্রশাসনের মাস্ক এনফোর্সমেন্ট অভিযান। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কনট্যাক্ট ট্রেসিং অ্যাপের পরীক্ষা শুরু করলো স্পেন

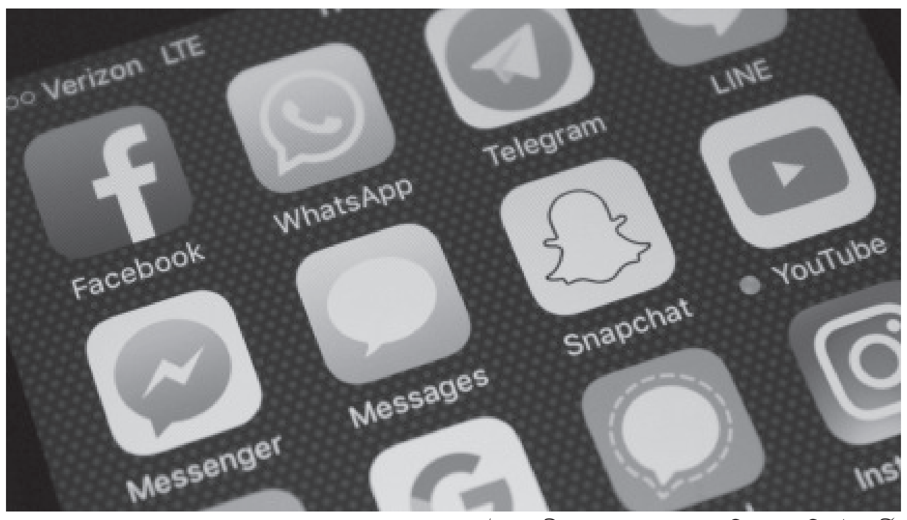

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কমাতে এবার কনট্যাক্ট-ট্রেসিং অ্যাপের পরীক্ষা শুরু করতে যাচ্ছে স্পেন।শুক্রবার মরোক্কোর অদূরে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের গোমেরা দ্বীপে অ্যাপটি উন্মুক্ত করবে দেশটি। পরীক্ষার জন্য অ্যাপ ব্যবস্থায় কয়েকশ'' 'ভুয়া' আক্রান্ত ব্যক্তির তথ্য ইনপুট দবে স্পেন। ভুয়া এই ইনপুটগুলোকে বলা হচ্ছে 'সিমুলেটর'।স্পেন সরকারের দাবি, ব্যবহারকারী করোনাভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি সংস্পর্শে এলে সতর্ক করবে অ্যাপটি।সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, ''এখানে ধারণাটি হচ্ছে, প্রায় তিন হাজার ব্যক্তি অ্যাপটি ডাউনলোড করবেন এবং আমরা আরও প্রায় তিনশ' সিমুলেটর, বেটা পরীক্ষক ইনপুট দেবো, যাতে ১০ শতাংশ জনগণের মধ্যে মহামারীর অনুকরণ দেখানো যায়।''

অ্যাপটিতে গ্রাহকের গোপনতা রক্ষা করতে 'কনট্যাক্ট রেকর্ড' কেন্দ্রীয় সার্ভারের বদলে ডিভাইসেই মজুদ করবে অ্যাপটি, অ্যাপল-গুগলের প্রযুক্তির মাধ্যমে।শুক্রবার থেকে দুই সপ্তাহের জন্য পরীক্ষা শুরু করবে স্পেন। এই পরীক্ষা থেকেই দেশটি সিদ্ধান্ত নেবে অ্যাপটি দেশ জুড়ে উন্মোচনের জন্য প্রস্তুত কি না।তিন লাখ ৭৫ হাজার মার্কিন ডলারে পাইলট প্রকল্পটি ব্যবস্থাপনার চুক্তি পেয়েছে প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান ইনদ্রা।জনপ্রিয় পর্যটন শহর তেনেরিফের নিকটবর্তী গোমেরার বাসিন্দা প্রায় ২২ হাজার। করোনাভাইরাস মহামারীতে স্পেনে মারা গেছেন ২৮ হাজারের বেশি ব্যক্তি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় কঠোর লকডাউন থেকে বেরিয়ে আসছে দেশটি।

এই সময়ে ত্বকের ক্ষতি সামলাতে

ভাইরাস থেকে রক্ষা করলেও বেশিরভাগ সময়ে মাস্ক ব্যবহারে ত্বকের সমস্যা হতে পারে।এছাড়া ঘরে থেকেও ত্বকে 'ব্রেক আউট' বা মলিনভাব দেখা দিতে পারে।শরীরচর্চার অভাব, কার্বোহাইড্রেট ও চর্বি গ্রহণের হার বৃদ্ধি, অধিকাংশ সময় স্ক্রিনের সামনে কাটানো, মানসিক চাপ ও ঘুম চক্রের পরিবর্তনের কারণে ত্বকে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।জীবনযাপন-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে মুখে মাস্ক পরিধানের কারণে হওয়া সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে জানানো হল। ফেইস মাস্ক ব্যবহারের কারণে 'ব্রেকআউটস'এই পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকতে হলে 'মাস্ক' ব্যবহার করতেই হবে। আর নিয়মিত মাস্ক ব্যবহারের কারণে ত্বকে হঠাৎ করেই 'ব্রেকআউট' দেখা দিতে পারে।এ সম্পর্কে ভারতীয় ত্বক-বিশেষজ্ঞ ডা. রাশমি শেঠি বলেন, "নিয়মিত ব্যবহার্য প্রসাধনী ব্যবহার করে মুখে মাস্ক পরিধান করলে তা ত্বকে ব্রেকআউট সৃষ্টি করতে পারে।মুখের যে অংশ মাস্ক দিয়ে ঢাকা থাকে তা অপেক্ষাকৃত গরম থাকে এবং এতে বাতাস চলাচল কম হয়।তাছাড়া টি-জোন এলাকাতে তেল উৎপাদন বেশি হয়।"তাছাড়া মাস্কের ভেতরে শ্বাস প্রশ্বাস চলায় ব্যবহৃত প্রসাধনী ঘাম ও তেলের সঙ্গে মিশে এবং এখানে বাতাস চলাচল না থাকায় তা ত্বকে অস্বস্তি সৃষ্টি করে।তাছাড়া নিয়মিত দীর্ঘক্ষণ মাস্ক পরে থাকলে তা সংক্রমণ সৃষ্টি করতে পারে।এছাড়াও ঋতু পরিবর্তন ও আর্দতার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে ত্বক মলিন হয়ে যাওয়া বিষয়টি বিবেচনা করেন তিনি।এ সম্পর্কে তিনি বলেন, ''আমরা অনেকেই ত্বক এক্সফলিয়েট করি না এবং দিনে দুতিনবার করে মুখ ধুই না। ফলে ত্বক মলিন ও নির্জীব হয়ে যায়।'' শরীরচর্চা ও সতেজ বাতাসের অভাবেও ত্বক ক্ষতি গ্রস্ত হয় বলে জানান তিনি।করণীয়-এই সমস্যায় ডা. শেঠি হালকা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।তিনি আরও বলেন, ''মুখের যে স্থান উন্মুক্ত থাকে কেবল সেখানেই সান ব্লক ব্যবহার করা উচিত।এছাড়াও, ধবংস করে ফেলা যায় এমন মাস্ক ব্যবহার এবং প্রতিবার নতুন মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। আর কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার করতে চাইলে কয়েকটি মাস্ক ব্যবহার করুন যেন তা অদল বদল করে ব্যবহার করা যায়।''এসবের পাশাপাশি ডা. শেঠি মনে করেন, খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আনা উচিত।মজার বিষয় হল, ঘরে স্বাস্থ্যকর খাবার থাকলেও আমরা বরাবর মজাদার খাবারের দিকেই ঝুঁকি। অনেকক্ষেত্রে সেসব খাবার স্বাস্থ্যকর নাও হতে পারে। অনেক সময় আলসেমির কারণে স্বাস্থ্যকর খাবার রান্না করা হয় না।স্বাস্থ্যকর খাবার ব্রণ ও ত্বকের মলিনভাব দূরে রাখে।অক্সিডেন্ট ও প্রদাহ বিরোধী এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার বেশি পরিমাণে খাওয়ার পরামর্শ দেন ডা. শেঠি।

পালস অক্সিমিটার যেভাবে কাজ করে করোনাভাইরাসের এই সময়ে 'পালস অক্সিমিটার' নামক যন্ত্রটির জনপ্রিয়তা বেড়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়।গ্লাভস, মাস্ক, পিপিই, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান, ব্লিচিং পাউডার, সামাজিক দূরত্ব- ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে এই মহামারীর সময়ে পরিচিত হতে হচ্ছে।এরমধ্যে 'পালস অক্সিমিটার' নামক যন্ত্রটির কথাও কানে গেছে প্রায় সবার।এই যন্ত্রটির কাজ, ব্যবহার পদ্ধতি, কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে জানানো হলো স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিতি প্রতিবেদনের আলোকে।'পালস অক্সিমিটার'য়ের কাজ হল রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ও হৃদস্পন্দনের গতি নির্ণয় করা।হাতের আঙুলে 'ক্লিপ'য়ের সাহায্যে লাগানো হয় যন্ত্রটি এবং করোনাভাইরাস আসার আগে তার ব্যবহারকারীরা ছিলেন শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় আক্রান্ত মানুষগুলো। তবে বর্তমানে তা ব্যবহার হচ্ছে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছে কি-না সেদিকে নজর রাখার জন্য, যা করোনাভাইরাসের প্রভাবে হয়ে থাকে।'অ্যাসিমোম্যাটিক' কোভিড-১৯ রোগী হলেন তারাই যারা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত কিন্তু কোনো উপসর্গই তারা অনুভব করছেন না। ফলে রোগী কিছু বোঝার আগেই তার রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা মারাত্বক হারে কমে যায়।পালস অক্সিমিটা'য়ের লক্ষণ। আর এখানেই কাজে আসে 'পালস অক্সিমিটার'।ব্যবহারবিধি ও কার্যপ্রণালীসাধারণত হাতের আঙুলে যন্ত্রটি বসানো হলেও, পায়ের আঙুল কিংবা কানের লতিতেও তা বসানো যায়। আলোর সাহায্যে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা নির্ণয় করে যন্ত্রটি।'ক্লিপ' দিয়ে বসানো যন্ত্রটির এক অংশ শরীরের রক্তের ভেতর দিয়ে আলো ছড়ায় যা অপর অংশ আবার গ্রহণ করে। রক্তে ভেতর দিয়ে আলো চলাচলের সময় তার কতটুকু রক্তে শোষিত হয়েছে সেটার পরিমাপ হিসাব করে নির্ণয় হয় রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা।যাদের দরকার হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি শ্বাসতন্ত্রের জটিলতায় যারা ভুগছেন তাদের এই যন্ত্র থাকা উচিত। কোনো সম্ভাব্য করোনাভাইরাস রোগী আশপাশে যারা গিয়েছেন তারা যন্ত্রটি ব্যবহার করতে পারেন। আবার যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ফুসফুস কিংবা হৃদরোগ আছে

পরিমাপ অনুযায়ী, রক্তে অক্সিজেনের স্বাভাবিক মাত্রা হল ৯৫ থেকে ১০০ শতাংশ। আর সেই মাত্রা ৯২ শতাংশের নিচে নামলেই তাকে অস্বাভাবিক বিবেচনা করা হয় এবং সেসময় চাই তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা।অক্সিজেনের মাত্রা এতটা কমে গেলে রোগী শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া উচিত। তবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা ধীরে ধীরে অক্সিজেন হ্রাস পাওয়া সঙ্গে মানিয়ে নিতে থাকে।সিদ্ধান্তহীনতা কিংবা প্রচণ্ড উত্তেজনা বা আনন্দ অনুভব করা হতে পারে এই পরিস্থিতির বাহ্যিক তাদের কোভিড-১৯'য়ে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। তাই এই মানুষগুলোরও উচিত রক্তে অক্সিজেনের মাত্রার দিকে নজর রাখা। অস্বাভাবিক অবসাদ কিংবা জ্বর হলে যন্ত্রটি ব্যবহার করে অক্সিজেন মেপে নিতে দোষ নেই। আর যারা চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন তাদের যন্ত্রটি নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত।মনে রাখতে হবে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা আশঙ্কাজনক নয় বলেই যে আপনি সুস্থ তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়না। তাই 'পালস অক্সিমিটার'য়ের 'রিডিং' ভালো বলেই যে চিকিৎসা নেবেন না এমনটা করা যাবে না।

উজ্জ্বল ত্বকের জন্য ভেষজ মাস্ক

প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে ত্বকের যত্ন নেওয়া ত্বকের পাশাপাশি পরিবেশের জন্যও উপকারী।এতে রাসায়নিক পণ্যের ব্যবহার কমে এবং ত্বকের কোনো রকম সমস্যা হয় না।রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ভেষজ রূপচর্চার ভারতীয় ব্র্যান্ড 'পল পেন্ডারস বায়োটেকনিক্যাল'য়ের পরিচালক সারগাম ধাওয়ান ভায়ানার দেওয়া প্রাকৃতিকভাবে ত্বক সুন্দর ও উজ্জ্বল রাখতে ভেষজ উপাদানে তৈরি কয়েকটি মাস্ক সম্পর্কে জানানো হল। শসার মাস্ক ত্বক সতেজ করে উপকরণ: আধা শসার কুচি। এক টেবিল-চামচ লেবুর রস। দুতিনটা পুদিনা পাতা কুচি।পদ্ধতি: একটা কাচের বাটিতে শসার কুচি নিন। এতে পুদিনা-পাতা ও লেবুর রস যোগ করুন।সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে মুখ ও গলায় ব্যবহার করুন। প্যাক শুকিয়ে আসলে মুখ ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।উপকারিতা: শসা ও পুদিনা ত্বক ঠাণ্ডা রাখে। গরম ও রোদের কারণে হওয়া ত্বকের জ্বলুনি ও প্রদাহ দূর করতে সহায়তা করে।এটা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আর্দতা রক্ষাকারী মাস্ক যা ত্বকের মলিনভাব কমায় এবং ত্বক উজ্জ্বল ও মসৃণ করে। লেবুর অ্যাসিডিক উপাদান ত্বককে ব্রণ থেকে রক্ষা করে এবং গরমের কারণে হওয়া অ্যালার্জি থেকে বাঁচায়।কলা ও হলুদের মাস্কত্বক উজ্জ্বল করেউপকরণ: দুই টেবিল-চামচ কলা পিষে নিন। আধা চা-চামচ হলুদ। এক চিমটি বেইকিং সোডা।

পদ্ধতি: একটা কাচের পাত্রে চটকে নেওয়া কলার সঙ্গে হলুদ ও বেইকিং সোডা যোগ করে ভালো মতো মেশান। মাস্কটি সারা মুখ ও গলায় মেখে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারপর কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে আলতো করে মুছে নিন।উপকারিতা: এই প্যাক ব্যাক্টেরিয়া রোধী উপাদান সমৃদ্ধ যা ব্রেক 'আউট' কমায়।অতিরিক্ত সিবাম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে তৈলাক্তভাব কমায় যা বর্তমান আবহাওয়ায় আর্দতা ও ঘামের কারণে হওয়া সাধারণ সমস্যা।লোমকূপেরর আকার সংকুচিত করে।এর প্রদাহ নাশক উপাদান ত্বকের লালচেভাব কমায়।

আইবিএম গাড়ির চাবি হতে যাচ্ছে মালিকের আইফোন

শীঘ্রই আইফোন এবং অ্যাপল ওয়াচের মাধ্যমেই নিরাপদে গাড়ি আনলক করতে পারবেন গ্রাহক, সোমবার 'কারকি' নামের এমনই এক ফিচারের ঘোষণা দিয়েছে অ্যাপল।'নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন' (এনএফসি) প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করে নতুন আইওএস ১৪-এর এই ফিচারটি, যা অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে অনেক আগে থেকেই রয়েছে। অ্যাপলের ডিজিটাল চাবি ফিচারটি প্রথম গ্রহন করছে জার্মান গাড়ি নির্মাতা বিএমডব্লিউ -- খবর আইএএনএস-এর।নতুন এই ফিচারটির মাধ্যমে আইফোন বা অ্যাপল ওয়াচ দিয়ে নিরাপদে গাড়ি আনলক বা চালু করতে পারবেন গ্রাহক। বার্তা পাঠিয়ে সহজে অন্যের সঙ্গে ডিজিটাল চাবি শেয়ারও করা যাবে।

ডিভাইস হারিয়ে গেলে আইক্লাউডের মাধ্যমে সহজে ডিজিটাল চাবি বন্ধও করে দিতে পারবেন গ্রাহক।চলতি বছরই এনএফসি প্রযুক্তিভিত্তিক এই ফিচারটি উন্মুক্ত হবে বলে সোমবার ভার্চুয়াল ডেভেলপার সম্মেলন 'ডব্লিউডব্লিউ ডিসি২০'-এ জানিয়েছে অ্যাপল।নতুন এই ডিজিটাল চাবি ফিচারে আলট্রা ওয়াইডব্যান্ড প্রযুক্তিও ব্যবহার করেছে অ্যাপল। ইউ১ চিপের মাধ্যমে বাড়তি সুবিধা মিলবে। অ্যাপল কারকি ফিচারের মাধ্যমে ভবিষ্যতের গাড়ির মডেলগুলো আনলক করতে পকেট বা ব্যাগ থেকে আইফোন বের করতে হবে না। সামনের বছরই উন্মুক্ত হবে ফিচারটি।

থাই চিকেন সালাদ

'সাইড ডিশ' হিসেবে চমৎকার এই সালাদ। রেসিপি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী ডা. ফারহানা ইফতেখার। উপকরণ: মুরগির বুকের মাংস ১ কেজি, আধা ইঞ্চি পুরু করে কাটা। ২টি মাঝারি পেঁয়াজ-কুচি। ১/৪ কাপ পুদিনাপাতা কুচি ৩ টেবিল-চামচ ধনেপাতা কুচি।

লেটুসপাতা (পরিবেশনের জন্য)।টপিংয়ের জন্য লাগবে: গাজর, টমেটো, শসা পছন্দ মতো করে কাটা। ১ টেবিল চামচ মুড়ির গুঁড়া।ড্রেসিংয়ের জন্য লাগবে: ১ কেঁয়া রসুন মিহিকুচি। ১টি বড় সবুজ মরিচ মিহিকুচি। ১টি লেবুর রস। লবণ স্বাদ মতো। ২ টেবিল-চামচ লেমনগ্রাস মিহিকুচি (শক্ত বাইরের পাতাগুলি সরিয়ে টেন্ডার হোয়াইট অংশটা কেটে নিন)। দেড় টেবিল-চামচ ফিশ সস। দেড় চা-চামচ ব্রাউন সুগার। ১/৪ চা চামচ রেড চিলি ফ্লেক্স।প্রস্তুতি: মুরগির মাংসে লবণ এবং গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে মেখে গ্রিল করুন অথবা প্যানে হাল্কা তেলে বাদামি করে ভেজে নিন। কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এলে পাতলা ফালি করে কেটে নিন।ড্রেসিংয়ের জন্য একটি ছোট বাটিতে রসুন, সবুজ মরিচ, লেবুর রস, ফিশ সস, লেমনগ্রাস, ব্রাউন সুগার এবং রেড চিলি ফ্লেক্স একত্রিত করে ভালো করে মিশিয়ে নিন।এবার একটি মাঝারি পাত্রে রান্না করা মুরগি, গাজর, টমেটো, শসা, পেঁয়াজ, পুদিনা এবং ধনেপাতা একত্রিত করে ড্রেসিং দিয়ে মিশিয়ে সার্ভিং ডিশে লেটুস পাতার ওপরে সালাদ সাজিয়ে মুড়ির গুঁড়া ছিটিয়ে পরিবেশন করুন সাইড ডিশ হিসেবে।

মুখের ক্ষত সারাতে

মুখগহ্বরের নানান কারণে হওয়া ক্ষত বা আলসার থেকে পরিত্রাণের জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক উপাদান। স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে মুখের ভেতর হওয়া ক্ষত দূর করার কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে জানানো হল। মধু: মুখের আলসার রোধে খাঁটি মধু খুব ভালো কাজ করে। এর অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান আক্রান্ত স্থান আর্দ রেখে এবং শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করে। এতে এক চিমটি কাঁচা হলুদ ব্যবহার করলে তা আরও ভালো কাজ করবে।নারিকেল তেল: প্রদাহ ও ব্যাক্টেরিয়া রোধী উপাদান সমৃদ্ধ যা ঘরোয়া ওষুধ হিসেবে কাজ করে। এটা ব্যথানাশক হিসেবে তাৎক্ষণিক কাজে দেয়। তাই ভালো ফলাফল পেতে ও ব্যথা কমাতে দিনে কয়েকবার করে নারিকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন। পরামর্শ- আক্রান্ত স্থানে জমাট বাঁধানো আধা চামচ নারিকেল তেল ধরে রাখুন। তাৎক্ষণিক আরাম মিলবে। অ্যালো ভেরা: অ্যালো ভেরার জেলে আছে আরামদায়ক উওপাদান যা ব্যথা কমিয়ে আরাম প্রদানে সহায়তা করে। অ্যালো ভেরার রস মুখে নিয়ে দিনে দুবার কুলকুচি করুন, আলসারের কারণে হওয়া ব্যথা কমে যাবে।পরামর্শ- অ্যালো ভেরার রস পাওয়া না গেলে তাজা অ্যালো ভেরা আক্রান্ত স্থানে ব্যবহার করতে পারেন। অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: বহুমুখি উপকারিতার জন্য এই ভিনিগার বেশ জনপ্রিয়। এর প্রাকৃতিক অ্যাসিডিক উপাদান ক্ষততে থাকা ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করতে সহায়তা করে। ব্যথা দূর করতে ভিনিগার মুখে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন।পরামর্শ- অ্যাপল সাইডার ভিনিগার পানির সঙ্গে মিশিয়ে মুখ কুলকুচি করুন।লবণ পানি: মুখের অভ্যন্তরের যে কোন সমস্যা- ব্যথা, ফোলাভাব ইত্যাদি উপশমে লবণ সারা বিশ্বজুড়েই ব্যবহার করা হয়। ক্ষত সারাতে ও ব্যাক্টেরিয়া কমাতে লবণ উপকারী। মুখ পরিষ্কার করতে ও ব্যাক্টেরিয়ার কারণে হওয়া মুখের দুর্গন্ধ রোধ করতে লবণ সহায়তা করে।পরামর্শ- লবণ পানি দিয়ে দিনে দুবার মুখ কুলকুচি করুন। টুথপেস্ট: টুথপেস্টে আছে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান যা সংক্রমণের কারণে হওয়া ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে। আক্রান্ত স্থানে টুথপেস্ট ব্যবহার করলে খনিকের জন্য জ্বালাপোড়া হতে পারে কিন্তু তা ধীরে ধীরে আক্রান্ত স্থানকে সুস্থ করে তোলে।পরামর্শ- 'ইয়ার-বাড' বা ' 'কিউ-টিপ' ব্যবহার করে আক্রান্ত স্থানে টুথপেস্ট লাগান। দিনে একবার ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।রসুন: রসুনে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিমাই ক্রোবিয়াল যা আলসারের কারণে হওয়া দাঁতের ব্যথা দূর করতে সহায়তা করে। এতে আছে অ্যালিসিন নামক উপাদান যা দাঁতের ব্যথা ও ফোলাভাব কমায়।পরামর্শ- এক কোষ রসুন মুখের আক্রান্ত স্থান ঘষুন। দিনে দুইবার ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যাবে। কমলার রস: ভিটামিন সি'য়ের স্বল্পতা দেখা দিলে মুখে আলসার হতে পারে। কমলার রস ভিটামিন সি'র ভালো উৎস এবং তা মুখের ব্যথা গভীর থেকে উপশম করতে পারে।পরামর্শ- বাজার থেকে কেনা কমলার জুসের পরিবর্তে তাজা কমলা খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব

ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর অতিরিক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে তা আসক্তিতে পরিণত হয়। যা মানসিক ভাবে একজনকে বিপর্যস্ত করতে পারে।মানসিকস্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আসক্ত হওয়ার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানান হল।

তিরষ্কার: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেহেতু কেউ কারও সামনাসামনি থাকেনা তাই খুব সহজেই একে অপরকে খারাপ বা কঠিন মন্তব্য করে ফেলেন। এই ধরনের মন্তব্য ব্যক্তির মানসিক অবস্থার ওপরে প্রভাব ফেলে ও মানসিক শান্তি নষ্ট হয় এবং আত্মবিশাস দুর্বল হয়ে যায়। তাছাড়া বর্তমানে সাইবার অপরাধকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। এর ফলে কারাদণ্ডের মতো শাস্তিও হতে পারে।

তুলনা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে ও বিগত 'সার্চ হিস্ট্রি'র ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। এতে করে প্রয়োজনীয় অনেক পণ্যের বিজ্ঞাপন সামনে আসে ফলে ভালো মন্দ যাচাই করাটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার অবাস্তব মান ব্যক্তির সার্বিক জীবনযাপনের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে খুব বেশি আকৃষ্ট হয়ে গেলে তা মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।

যোগাযোগ কমা: সামাজিক যোগাযোগে মাধ্যমগুলোতে আসক্তি বেড়ে যাওয়ায় একে অপরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে হতাশা ও একাকিত্ব বৃদ্ধি পায়।

২০১৯ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী ২৩ জন কিশোরের ওপর টেক্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞান বিভাগের করা এক গবেষণা থেকে জানা যায় তাদের হতাশা সম্পর্কে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে নেতিবাচক আচরণ যেমন- অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করা, ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ, ক্ষতিকারক পোস্ট শেয়ার করা বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার ইত্যাদি দেখা যায়।

এই সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আসক্তি থেকে নিজেকে দূরে রেখে বরং নিজেকে বোঝার চেষ্টা করা ও সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে নিজেকে সারা জগতের সঙ্গে জড়িত রাখার চেষ্টা করা উচিত।

বিভিন্ন দাবি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাঙালি ছাত্র এবং যুব সমাজের নেতৃত্বরা। ছবি ঃ নিজস্ব

ভুয়ো ভ্যাকসিন নিয়ে বিরাট আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে, অভিযোগে দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি.স.): কসবার জাল ভ্যাকসিন কান্ড ইতিমধ্যেই নাড়িয়ে দিয়েছে শহরবাসীকে। সরকারি নথি জাল করে কসবা ভ্যাকসিন করার প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার পুরসভা অভিযান করে বিজেপি। যদিও বিজেপির সেই অভিযান আটকে দেয় পুলিশকর্মীরা। আর তারপরেই সাংবাদিক সম্মেলন করে """ভুয়ো ভ্যাকসিন নিয়ে বিরাট আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে"""" রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সম্প্রতি, কসবায় একটি ভুয়া ভ্যাকসিন ক্যাম্পের আয়োজন করেছিলেন অভিযুক্ত দেবাঞ্জন দেব। সেই ভ্যাকসিন ক্যাম্প থেকে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তীও। এরই মাঝে কসবার জাল ভ্যাকসিন কান্ড প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে দিলীপ ঘোষ এদিন আরও বলেন,"""" ভুয়ো ভ্যাকসিন নিয়ে বিরাট আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে। মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। নেতারাও দেবাঞ্জনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তৃণমূলের এমপিও সেই জাল ভ্যাকসিন নিয়েছেন """"।

এরপরেই সোমবার বিজেপির মিছিল আটকে দেওয়ার প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, """" আজ ভ্যাকসিন কাণ্ডের প্রতিবাদে আমরা ছোট আকারে একটা কর্মসূচি করতে গিয়েছিলাম। তাতেও পুলিশ আমাদের বলল কর্মসূচি করতে দেওয়া হবে না। বিনা কারণে একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে হিংসাত্মক করে তোলা হল। লাঠি চালানো হল, বিধায়ক নেতাদের গ্রেফতার করা হল """"।

এদিন বিজেপির পুরসভা অভিযানে লক্ষ্য করা যায়নি বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ও সৌমিত্র খাঁকে। এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি নেতা বলেন, """"আজকের কর্মসূচির ব্যাপারে শুভেন্দু অধিকারী বা সৌমিত্র খাঁ জানতেন। তাঁদের জানানো হয়েছিল। কিন্তু অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে কলকাতার বাইরে আছেন। তাই আসতে পারেননি """"।

আরও এক বিজেপি বিধায়ক ফিরছেন তৃণমূলে, প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি. স.) : ধারাবাহিক ভাবে দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে চলা বাগদার বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসকে সোমবার বিধানসভায় দেখা যায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের ঘরে। আর তাতে বিশ্বজিৎ-বিজেপি দূরত্বের জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। সোমবার বিধানসভার অধিবেশন থাকলেও তাতে যোগ দেননি বাগদার বিজেপি বিধায়ক। তার বদলে নির্মলবাবুর ঘরে দীর্ঘক্ষণ থাকতে দেখা যায় বিশ্বজিৎকে। খোশমেজাজে আড্ডা দেন তৃণমূল বিধায়কদের সঙ্গে। তবে কি খুব শীঘ্রই তাঁকে শাসক-শিবিরে দেখা যাবে? এমন প্রশ্নের জবাবে বিশ্বজিৎ বলেন, ''আমি বিধায়ক। জনপ্রতিনিধিদের কোনও দল হয় না। একজন বিধায়ক হিসেবে আমি যেখানে খুশি যেতে পারি এবং যার সঙ্গে খুশি কথা বলতেই পারি।'' শুধু তৃণমূলের মুখ্য সচেতকের ঘরে যাওয়াই নয়,সোমবার বিশ্বজিৎ যা বলেছেন তা শুনেও বিজেপি শিবির মনে করছে, বাগদার বিধায়ক খুব তাড়াতাড়ি তৃণমূলে চলে যেতে পারেন। সোমবার রাজ্য বিজেপি ভুয়ো ভ্যাকসিন-কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতা পুরসভা অভিযান করে। সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বিশ্বজিৎ দাবি করেন, তিনি এমন কোনও কর্মসূচির কথা জানেনই না। এর আগে বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন শুক্রবার দলের সব বিধায়ককে হাজির থাকার হুইপ দিয়েছিল বিজেপি পরিষদীয় দল। যদিও সে দিন ৭০ জন বিধায়ক এসেছিলেন। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং, পুরুলিয়া এবং কুল্টির বিধায়ক বিভিন্ন কারণে আসতে পারছেন না বলে তাঁরা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন বিশ্বজিৎ। তিনি কেন আসছেন না সেটা দল বা শুভেন্দুকে জানাননি। শনিবার রাজ্য বিজেপি-র তরফে হওয়া বিধায়কদের প্রশিক্ষণ শিবিরেও দেখা যায়নি বিশ্বজিৎকে।

তৃণমূলের টিকিটে জিতেও বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। বিশ্বজিতের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক অবশ্য অনেক পুরনো। ২০১১ ও ২০১৬ সালে পরপর দু'বার তিনি তৃণমূলের টিকিটেই বনগাঁ উত্তর আসন থেকে বিধায়ক হন। পরে বিজেপি-তে যোগ দেন। এর পরে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে আগে তিনি তৃণমূলে ফিরতে পারেন বলে জল্পনা তৈরি হয়। গত বিধানসভার শেষ অধিবেশনে গেরুয়া শিবিরের বিশ্বজিৎকে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রণাম করছেন। এর পরেই জল্পনা তৈরি হয় তাঁকে নিয়ে। পরে রাজ্য নেতারা তো বটেই, কেন্দ্রীয় নেতারাও বিশ্বজিতের সঙ্গে কথা বলেন। ভোটের মুখে বিশ্বজিৎকে বোঝানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন মুকুল রায়। এখন মুকুলবাবু তৃণমূলে। শাসকদলে যোগ দেওয়ার পরে মুকুল আরও অনেককে নিয়ে যাবেন বলে দাবি করেছিলেন। কয়েকজন বিধায়ককে ফোনও করেছিলেন বলে জানা যায়। তার ভিত্তিতেই বিশ্বজিৎকে নিয়ে বিজেপি শিবিরে আশঙ্কা রয়েছে। সোমবার যা আরও বেড়ে গেল।

বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র টিকিটে ৭৭ জন জয় পেলেও এখন সেই সংখ্যা কমে ৭৪। দুই সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক ও জগন্নাথ সরকার বিধায়ক পদ ছেড়ে দিয়েছেন। সেটা ছাড়াও বড় ধাক্কা দিয়েছেন মুকুল রায়। ১১ জুন সপুত্র তৃণমূলে ফিরেছেন তিনি। তাতে খাতায়কলমে না হলেও ৭৪ হয়ে গিয়েছে বিজেপি বিধায়কের সংখ্যা। এ বার সেই সংখ্যা ৭৩ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা বিজেপি-তে।

হাওড়ায় কিশোরীর রহস্য মৃত্যু, খুনের অভিযোগ পরিবারের

হাওড়া, ৫ জুলাই (হি. স.): একেই করোনা আতঙ্কে নাস্তানাবুদ রাজ্যবাসী। তারই মাঝে হাওড়ায় রহস্য মৃত্যু কিশোরীর। ঝুলন্ত অবস্থায় ঘর থেকে দেহ উদ্ধার জাতীয় স্তরের ক্যারাটে খেলোয়াড় এক কিশোরীর। সোমবার ঘটনার তদন্তে হাওড়া থানার পুলিশ। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও করোনা পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি রাজ্যে। যার জেরে সংক্রমণ ঠেকাতে বর্তমানে রাজ্য জুড়ে চলছে লকডাউন। এই পরিস্থিতির মাঝেই হাওড়ায় জাতীয় স্তরের ক্যারাটে খেলোয়াড় এক কিশোরীর রহস্যমৃত্যু। রবিবার রাতে বালিতে বছর ১৪- র পামেলা অধিকারী নামে অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়। আত্মহত্যা নাকি খুন ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া থানার পুলিশ।

বেতন বন্ধ বিশ্বভারতীতে আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি পাঠালো অধ্যাপক সংগঠন

বোলপুর, ৫ জুলাই (হি. স.) : এখনও বেতন হয়নি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, আধিকারিক ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের। অভিযোগ, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বেতন বন্ধ করে রেখেছেন তাঁদের। তাই উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির দারস্থ হলেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সংগঠন।এমনকি বেতন ও অবসরকালীন ভাতা না দেওয়ার ঘটনায় উপাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার আর্জি জানিয়েছে বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের একাংশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠন বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েশানের পক্ষে সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য ও সম্পাদক অধ্যাপক কৌশিক ভট্টাচার্যের লেখা দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে দীর্ঘ ৯-পাতার সেই চিঠিতে উপাচার্যের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলা হয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হল বিশ্বভারতীর সমস্ত স্তরের কর্মীদের বেতন বন্ধের বিষয় টি। সেই অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপ নানা তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সংগঠন ভিবিউএফএ জানিয়েছে, প্রতি মাসের শেষ দিনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মচারীদের বেতন হয়ে যায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জুলাই মাসের পাঁচ তারিখ হয়ে গেলেও বেতন হয়নি বিশ্বভারতীতে। এই ঘটনা বিশ্বভারতীর ইতিহাসে নজিরবিহীন।অধ্যাপক সংগঠনের দাবি, সম্প্রতি বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী নির্দেশে বিশ্বভারতী সমস্ত কর্মী এবং অধ্যাপকদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশনও দেওয়া হয় নি। অধ্যাপক সংগঠনের দাবি, উপাচার্য অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড় অংশের অধ্যাপক ও কর্মীরা সরব হয়েছেন। সেই জন্য উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কর্মী অধ্যাপকদের বেতন বন্ধ করে দিয়েছেন।

সুত্রের খবর, গত ৩০ জুন বেতন এবং পেনশন ইস্যু করার কথা থাকলেও এখনো পর্যন্ত তা করা হয়নি বলে অভিযোগ। দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী কে লেখা চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে উপাচার্য গত ৬ জুন এবং ১৫ জুন অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ ভ্যারচুয়্যাল বৈঠকে আধিকারিকদের একাংশকে কাজ না করার জন্য ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তারা সময় মত কাজ না করার জন্যই জুন মাসের বেতন বা পেনশন পাননি বলেও দাবি করা হয়েছে অধ্যাপক সংগঠনের ওই চিঠিতে।

বিশ্বভারতীর আচার্য তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লেখা চিঠিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী শিক্ষকদের সমালোচনা করে বলেছেন যে তারা ঘরে বসে বসে মোটা বেতন পাচ্ছে। তার পাল্টা হিসেবে চিঠিতে লেখা হয়েছে, "কাজ করে তাদের পারিশ্রমিক পাওয়া সংবিধানিক অধিকার। কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।"

অধ্যাপকদের পাঠানো চিঠি তে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক তথা দেশের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।অবিলম্বে উপাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার আবেদন জানানো হয়েছে। সেই চিঠির কপি পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ও রাজ্যের রাজ্যপালকেও।যদিও এই নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি বিশ্বভারতীর জন সংযোগ আধিকারিক অনির্বাণ সরকার।

হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি পদে ফের বহাল আজহারউদ্দিন

হায়দরাবাদ, ৫ জুলাই (হি.স.) : হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি পদে ফিরিয়ে আনা হল মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে। সংস্থার ওম্বুডসম্যান দীপক বর্মা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি বিসিসিআইয়ের অ্যাপেক্স কাউন্সিলকেই বাতিল করেছেন তিনি।

সাময়িকভাবে একটি আদেশ জারি করেছেন বর্মা। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সহ-সভাপতিকে জন মনোজ, আর বিজয়ানন্দ, নরেশ শর্মা, সুরেন্দর অগ্রবাল এবং অনুরাধাকে নির্বাসিত করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে এই অ্যাপেক্স কাউন্সিলই আজহারউদ্দিনকে নির্বাসিত করেছিল। তাদের দাবি ছিল, বিসিসিআইয়ের সংবিধানের নিয়ম ভেঙেছেন আজহার। তাঁর বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগও উঠেছিল। কিন্তু বর্মা জানিয়েছেন, নিজে থেকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অ্যাপেক্স কাউন্সিলের নেই। তাই আজহারউদ্দিনকে নির্বাসিত করার যে সিদ্ধান্ত, তা বাতিল করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক সদস্যকে কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠানো হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আজহারউদ্দিনের বিরুদ্ধে এরকম হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

কংগ্রেস ও দুর্নীতি একই মুদ্রার দু''টি দিক : হরসিমরত

চন্ডীগড়, ৫ জুলাই (হি.স.): কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবার আরও তীব্র আক্রমণ শানালেন শিরোমণি অকালি দলের নেত্রী হরসিমরত কৌর বাদল। সোমবার হরসিমরত কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেছেন, কংগ্রেস ও দুর্নীতি একই মুদ্রার দু''টি দিক। পঞ্জাব সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তাঁর মন্তব্য, পঞ্জাবে ডাকাতদের সরকার। পঞ্জাবে আগামী বছরই বিধানসভা নির্বাচন, ভোটের এখনও অনেক বাকি। এই সময় থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে অমরিন্দর সিং সরকারকে আক্রমণের পালা।

শিরোমণি অকালি দলের নেত্রী হরসিমরত কৌর বাদল সোমবার বলেছেন, 'এটা ডাকাতদের সরকার। কংগ্রেস ও দুর্নীতি একই মুদ্রার দু''টি দিক।' তিনি আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস নিজের অস্ত্র ফেলে দিয়েছে। তাঁরা পরাজয় মেনে নিয়েছে। সমগ্র পঞ্জাব এখন রাস্তায় নেমে পড়েছে। বিদ্যুৎ নিয়ে বিশৃঙ্খলা, কিন্তু সরকার মোটেও উদ্বিগ্ন নয়। শুধুমাত্র নিজেদের পদ টিকিয়ে রাখতে তাঁরা দিল্লি যাচ্ছেন।'

বিহারে উন্মুক্ত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টিকা নিলেই অফিসে প্রবেশে অনুমতি

পাটনা, ৫ জুলাই (হি.স.): বিহারে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল-সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার গ্রিন সিগন্যাল দিয়েই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তবে, আপাতত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস চালু হবে। ৫০ শতাংশ পড়ুয়া নিয়ে বিহারে খোলা যাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ। একই নিয়মে খুলবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল। স্বাভাবিকভাবেই কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি অফিসে। ভ্যাকসিন নিলেই অফিসে প্রবেশের অনুমতি মিলবে। ৫০ শতাংশ ক্যাপাসিটি নিয়ে খোলা যাবে রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকান। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার টুইট করে জানিয়েছেন, করোনা-পরিস্থিতি সমীক্ষার পর সমস্ত সরকারি, বেসরকারি অফিসে স্বাভাবিকভাবে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টিকা নিলেই অফিসে প্রবেশ করা যাবে। টুইটারে নীতীশ আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়, সমস্ত কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলগুলি ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে খুলবে। ৫০ শতাংশ ক্যাপাসিটি নিয়ে খোলা যাবে রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকান।

পুণেতেই অমিল সেরামের তৈরি টিকা কোভিশিল্ড

পুণে, ৫ জুলাই (হি.স.): পুণেতেই পাওয়া যাচ্ছে না সেরামের তৈরি টিকা কোভিশিল্ড। সোমবার পুণে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতায় থাকা টিকাকেন্দ্রগুলিতে এখন আর টিকা পাওয়া যাবে না, জানিয়েছেন সেখানকার মেয়র।

পুণেতেই সেরামের দফতর ও উৎপাদন কেন্দ্রের অবস্থান। টিকা সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শহরে আপাতত টিকাকরণ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বৃহন্মুম্বই মিউনিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি)। গত বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। ঘাটতির জেরে এপ্রিল-মে মাসেও বেশ কয়েক বার টিকাকরণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মুম্বইয়ে। সোমবার পুণে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতায় থাকা টিকাকেন্দ্রগুলিতে এখন আর টিকা পাওয়া যাবে না, জানিয়েছেন সেখানকার মেয়র।

এদিকে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন জানান, জুলাই মাসে মোট ১২ কোটির মতো টিকা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র। টিকার জোগান নিশ্চিত করা হবে, বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে।

দেশ জুড়ে টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় এখনও পর্যন্ত ৩৫.২৮ কোটি টিকা ব্যবহৃত হয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব মানুষের কোমর ভেঙে দিয়েছে : লালুপ্রসাদ যাদব

পাটনা, ৫ জুলাই (হি.স.): রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর ভবিষ্যৎ ভীষণ উজ্জ্বল। আরজেডি-র প্রতিষ্ঠা দিবসে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এমনই জানালেন আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। দেখতে ২৫ বছর হয়ে গেল লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রতিষ্ঠার। ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় সোমবার দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী।

দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে লালুপ্রসাদ যাদব বলেছেন, 'আরজেডি-র ভবিষ্যৎ ভীষণ উজ্জ্বল। আমি পাঁচজন প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছি ও তাঁদের প্রধানমন্ত্রী হতে সহায়তা করেছি। ভবিষ্যতে দেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব মানুষের কোমর ভেঙে দিয়েছে।' লালুপ্রসাদ যাদব আরও বলেছেন, 'আমি সকলকে বলতে চাই, আমরা পিছপা হচ্ছি না। আমরা ভেঙে পড়ব না। আমার শাসন ছিল গরিবদের শাসন। মানুষের বিশ্বাস ছিল আরজেডি সমস্যার সমাধান করতে পারবে।'

তুষারের পদত্যাগ চেয়ে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ তৃণমূল, জমা দিয়েছে স্মারকলিপি

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): বিজেপি বিধায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাতের জের, এবার সলিসিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার পদ থেকে তুষার মেহতার পদত্যাগ চেয়ে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। এই দলে ছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও সুখেন্দু শেখর রায়।

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেছেন, গত ১ জুলাই একজন বিজেপি নেতা, বিধায়ক ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বাসভবনে দেখা করেছিলেন, তারপরই ১০ আকবর রোডে সলিসিটর জেনারেলের বাড়িতে যান ওই বিজেপি নেতা। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছি আমরা এবং স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। অসদাচরণ ও অসঙ্গতির কারণে তুষার মেহতার পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছি আমরা।

এদিন তৃণমূলের অপর সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় জানিয়েছেন, 'তাঁর (শুভেন্দু অধিকারী) সঙ্গে দেখা করতে না পারায় তিনি (তুষার মেহতা) ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, তাঁকে সলিসিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার বাসভবনে যাওয়ার অধিকার কে দিয়েছে? বার কাউন্সিলের আইন, নৈতিকতা লঙ্ঘন করেছেন তুষার মেহতা।'

রোমের হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হল পোপ ফ্রান্সিসের

রোম, ৫ জুলাই (হি. স.): অন্ত্রে অস্ত্রোপচার হল পোপ ফ্রান্সিসের। রবিবারের প্রার্থনার পরই স্থানীয় সময় সন্ধ্যেবেলা রোমের গেমেলি ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। তবে অস্ত্রোপচারের পর সুস্থই রয়েছেন ৮৪ বছর বয়সি খ্রিস্টান ধর্মগুরু। এমনটাই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

পোপ ফ্রান্সিস বেশ কিছুদিন ধরেই এই অসুখে ভুগছিলেনও। যদিও রবিবার সেন্ট পিটার্স স্কোয়্যারে ভাষণ দেওয়ার সময়ও পোপকে সুস্থই দেখা যাচ্ছিল। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁর অস্ত্রোপচারটি হয়েছে। পোপের বৃহদান্ত্রে 'সিম্পটোম্যাটিক ডাইভার্টিকুলার স্টেনোসিস'-এর জন্য অপারেশন করা হয়েছে বলে খবর।

ভ্যাটিকান সিটির মুখপাত্র মাত্তেও ব্রুনি এক বিবৃতিতে জানান, ২০১৪ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবার চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। তবে অপারেশনের পর সুস্থ রয়েছেন পোপ। যদিও এই অপারেশন আচমকা বা জরুরি ভিত্তিতে করা হয়নি। বরং বেশ কিছুদিন আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। পোপকে কতদিন হাসপাতালে থাকতে হবে সে বিষয়েও কিছু বলেননি।

প্রসঙ্গত, ছকভাঙা পথে হেঁটে নিজের উদারপন্থী মানসিকতার জন্য প্রবল জনপ্রিয় ভ্যাটিকানের বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস। ব্যাসিলিকার ঘেরাটোপেই বসে থাকেননি তিনি। বাইরে বেরিয়ে পথেঘাটে ঘুরে সাধারণ জনতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি বুঝিয়েছিলেন, আপনজন হতে না পারলে আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জন করা যায় না বিশেষ। ক্রিসমাস হোক কিংবা অন্য যে কোনও উৎসবে, ভ্যাটিকানের ঝুলন্ত বারান্দা থেকে পোপ জনতাকে শুভেচ্ছা জানান। কখনও সরাসরি সংযোগ স্থাপনও করেন। এহেন পোপের অসুস্থতার খবর অনেকেই তাই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশে চলমান কঠোর লকডাউন আরো ৭ দিন বাড়ল

মনির হোসেন,ঢাকা, ০৫ জুলাই।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত ও মৃত্যু পরিস্থিতি বিবেচনায় চলমান কঠোর লকডাউনের মেয়াদ আরো সাত দিন বাড়ানো হয়েছে। সোমবার দুপুরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে চলমান কঠোর বিধিনিষেধের মেয়াদ বাড়িয়ে ১৪ জুলাই পর্যন্ত করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসজনিত রোগ সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় আগের সব বিধিনিষেধ ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ৭ জুলাই মধ্যরাত থেকে ১৪ জুলাই মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত এ বিধিনিষেধ আরোপের সময়সীমা বাড়ানো হলো। এর আগে, গত ১ জুলাই ভোর ৬টা থেকে সাতদিনের সর্বাত্মক লকডাউন ঘোষণা করে বুধবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে বলা হয়, স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শিল্প-কারখানা চালু থাকবে। এছাড়া লকডাউন কার্যকরে সশস্ত্র বাহিনী মাঠে থাকবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আরো জানায়, কঠোর বিধিনিষেধ বাস্তবায়ন করতে পুলিশ-বিজিবির সঙ্গে মাঠে থাকবে সেনাবাহিনীও। 'আর্মি ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার' বিধানের আওতায় সেনাবাহিনী টহল নিশ্চিত করবে। তবে সর্বাত্মক লকডাউনে সরকারি-বেসরকারি অফিস, যন্ত্রচালিত যানবাহন, শপিংমল-দোকানপাট বন্ধ থাকবে। এ সময়ে কোনো মুভমেন্ট পাসও দেওয়া হবে না।

এদিকে, সরকারঘোষিত সপ্তাহব্যাপী কঠোর লকডাউনের সোমবার পঞ্চম দিন চলছে। কঠোর বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে আজও মাঠে তৎপর রয়েছে সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি। রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে টহল দিচ্ছেন তারা। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হলে জরিমানা এবং গ্রেফতারও করা হচ্ছে। তবে জরুরি পরিষেবায় নিয়োজিতরা পরিচয়পত্র দেখিয়ে ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তল্লাশির সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানিয়ে গন্তব্যে বা কর্মস্থলে যেতে পারছেন।

উত্তর জেলায় কংগ্রেসের নানা সাংগঠনিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। আবারো দূর্নীতির বিরুদ্ধে সরব উত্তর জেলার ৫৪ কদমতলা কূর্তী ব্লক কংগ্রেস। ইদানিং কালে দলকে ঢেলে সাজিয়ে কোমড় বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে কদমতলা কূর্তী ব্লক কংগ্রেস।আজ দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ কদমতলা ব্লকাধীন উত্তর ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রতিনিধি মূলক এক ডেপুটেশনে মিলিত হয় ব্লক কংগ্রেস। পাঁচ দফা দাবি সনদের ভিত্তিতে উত্তর ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের নিকট ডেপুটেশনে প্রদান করা হয়। ডেপুটেশনে উল্লেখ থাকে যে, ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসর থেকে ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের জুন মাস পর্যন্ত এমজিএনরেগা প্রকল্পে কত টাকা মঞ্জুর হয়েছে এবং কত টাকা কোন কোন খাতে ব্যয় হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রদান করা। উক্ত অর্থ বৎসরে পিডিএফ এবং এফএফসি ফান্ডে কত টাকা মঞ্জুর হয়েছে ও কত খরচ হয়েছে।এমজিএন রেগা প্রকল্পে স্বজন পোষন ও ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ।প্রকৃত রেগা শ্রমিকরা রেগার কাজ থেকে বঞ্চিত ও বিভিন্ন মাঠ লেভেলিং এর নাম করে টাকা আত্মসাৎ সহ বর্তমান কভিড ১৯ চলাকালীন সময়ে সরকারি তরফ থেকে ত্রানের প্যাকেজ ও প্রকৃত গরিব এপিএল ভোক্তাদের সাহায্যার্থে নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে কিনা ইত্যাদি দাবি দাওয়া নিয়ে মূলত কংগ্রেস দলের আজকের এই ডেপুটেশন। ডেপুটেশনে মিলিত ব্লক কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের অভিযোগ যে, পঞ্চায়েত সচিব সঞ্জিত দাস ও গ্রাম সেবক সিরাজ উদ্দিন উনাদের মর্জিমাফিক সরকারি অর্থ লুন্ঠন করছেন। এককথায় উত্তর ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে পুকুর চুরি হচ্ছে বলেও কংগ্রেস দলের অভিযোগ।ডেপুটেশনে মিলিত প্রতিনিধি দলের অভিযোগ,সানীয় পঞ্চায়েতের প্রকৃত রেগা শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মঞ্জুর কৃত কাজ পাচ্ছে না।অথচ পঞ্চায়েতের জন প্রতিনিধিরা বিনা কাজে,বিনা সিগন্যাচারে রেগার পেমেন্ট পাচ্ছেন। আজকের কদমতলা কূর্তী ব্লক কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের পাঁচ দফা দাবি দাওয়ার সদোত্তর দিতে পারেননি সচিব ও গ্রাম সেবক। তাদের বক্তব্য,তারা একশো শতাংশ সঠিকভাবে কাজ করতে পারছেন না। পঞ্চায়েত সচিব লিখিত ভাবে জানান, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেস দলের পাঁচটি দাবি দাওয়া গুলির পূর্নাঙ্গ তথ্য দেওয়া হবে।তবে প্রতিনিধি দলের বক্তব্য,যদি পঞ্চায়েত সচিব সঞ্জিত দাস আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে উনাদের দাবি গুলি পূরন না করেন তাহলে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং করোনা প্রটোকল মেনে জেলা শাসকের দারস্থ হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন।সাথে ৫৪ কদমতলা কূর্তী ব্লক কংগ্রেস তরফ থেকে আজকের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, ব্লক কংগ্রেস সহ-সভাপতি বশির উদ্দিন সহ দলের অনান্য নেতৃবৃন্দ।

অপরদিকে আজ প্রথম বারের মতো উত্তর জেলা সফরে আসেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস। তিনি উত্তর জেলার সবকটি বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় পার্টি অফিসে উপস্থিত হয়ে সরজমিনে দলীয় কর্মীদের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করেন। অবশেষে আজ বিকেল বেলা ছুটে আসেন ৫৪ কদমতলা কূর্তী বিধানসভা কেন্দ্রের কদমতলা বাজারসীত দলীয় কার্যালয়ে। প্রদেশ সভাপতি দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ত্রিপুরা প্রদেশ সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, কদমতলা কূর্তী ব্লক কংগ্রেস সহ-সভাপতি বশির আলি,বাগবাসা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হীরা লাল নাথ সহ কংগ্রেস দলের জনপ্রতিনিধি ও কর্মীদের সাথে সাংগাঠনিক মজবুত করার লক্ষে দীর্ঘ আলোচনা করেন।একান্ত ভাবে শুনেন সকল কার্য্যকর্তাদের মনের কথা। পরিশেষে প্রদেশ সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, কেন্দ্রে ও রাজ্যে এক অরাজকতা চলছে। জ্বালানি তেল,গ্যাস ও দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

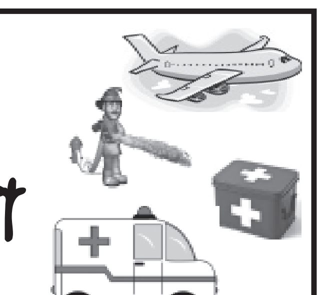

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনীয়ায় কালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া শালটিলা লেইকের পাড় সংলগ্ন কালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। মায়ের গহনা ও প্রণামী বাক্স নিয়ে গেছে চোরেরা। একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটে চলছে বিলোনিয়া পুর পরিষদ এলাকায়। বাড়িঘর, দোকান পাট থেকে শুরু করে বাদ যাচ্ছে না দেবালয়। রবিবার চোরেরা হানা দিয়েছে ৭০ বছরের পুরোনো কালি মন্দিরে। চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মায়ের বিগ্রহের গলা থেকে রুপোর হার সহ প্রনামি বাস্ক চুরি করে নিয়ে। স্থানীয় এলাকাবাসীর অনুমান গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে। বিলোনিয়া শহরের শালটিলা লেইকের পাড় সংলগ্ন স্থানে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় করুনাময়ী কালীমন্দির। মন্দির কমিটির কর্মকর্তা সুবীর চক্রবর্তী সোমবার প্রাতঃভ্রমণ শেষে বাড়ি পথে মন্দিরের দিকে নজর যেতেই লক্ষ করেন মন্দিরের দরজার তালা নেই। সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসীদের খবর দেন তিনি। স্থানীয় এলাকাবাসী এসে লক্ষ করেন মন্দিরের দরজা ভাঙা। দেখতে পায় মায়ের বিগ্রহের গলায় যে রুপোর হার ছিল সেটা নেই। মন্দিরের ভিতরের প্রনামী বাক্সও নেই। খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানাতে। পুলিশ ঘটনা স্থলে এসে এলাকাবাসীদের সাথে কথা বলে।চুরির মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরিষেবার সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। রাজ্যে করোনা প্রতিরোধী লড়াইয়ের সাথে সঙ্গতিরেখে গত শনিবার রাজ্য আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন মহাকরণের নিজ কক্ষে রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তার নিকট আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মাদক প্রস্তুতকারী কোম্পানি যেমন Pernod Ricard India Pvt Ltd– Allied Blenders and Distillers Pvt Ltd– Diageo India Pvt Ltd. বিনামূল্যে ব্যবস্থাকৃত হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং ১০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন অক্সিজেন কন্সেন্টেটর রাজ্য বাসীর স্বার্থে তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য করোনা মহামারী প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে দ্বিতীয় ঢেউ এই রাজ্যে আছড়ে পরা পর্যন্ত আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে মোট ৩৬৮০০ লিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং টাটা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সরবরাহকৃত মোট ২১ টি অক্সিজেন কন্সেন্টেটরও তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি আবগারি কমিশনার আগামী দিনে রাজ্য বাসীর স্বার্থে অন্যান্য করোনা প্রতিরোধমূলক সামগ্রী তুলে দেওয়া যায় কিনা সেই ব্যাপারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান। উক্ত হস্তান্তর পর্বে রাজ্য আবগারি দপ্তরের পক্ষে আবগারি কমিশনার বিশাল কুমার পাশাপাশি দপ্তরের সহকারী কমিশনার কেশব সিংহ ও সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশীষ দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

উদয়পুরে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ই জুলাই।। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচী পালিত হয় উদয়পুর জামতলা পুরাতন টাউন হলে। সোমবার গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমা পুরাতন টাউন হলে টাস্কফোর্স ৈথেন্দ্ধচদ্রন্ত্বত্র) র উদ্যোগে জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অনুষ্ঠানের প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন গোমতী জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারি, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতি জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি দেবল দেবরায়,গোমতী জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ কুমার পাল, জেলা পরিষদের সদস্যা যথাক্রমে শুক্লা মজুমদার, কনিকা রানী দাস, জেলা মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নীরুমোহন জমাতিয়া, ডেপুটি ডিরেক্টর বেটি বাঁচাও বেঁটি পড়াও গোমতি জেলা টাস্কফোর্স কমিটি বিজন চক্রবর্তী সহ অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ। অনুষ্ঠানের জেলাভিত্তিক ২২ জন মহিলাকে কোভিড যোদ্ধা হিসেবে জেলা শাসক ও সমাহর্তার তরফ থেকে শংসাপএ ও স্মারক উপহার দেওয়া হয় কোভিড বিধি মেনে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় বলে অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল খুবই কম ।

বক্সনগরে পাম্প অপারেটার সংঘের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৫ জুলাই।। এিপুরা পাম্প অপারেটার সংঘের বক্সনগর ব্লক ভিওিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত বক্সনগর ব্লক সভা গৃহে সম্মেলনের সভাপত্বি করেন এডহ কমিটির সভাপতি দীনেশ রায়। সম্মেলনে ৬০জন সভ্যসংখ্যার ভিডিওতে ৪৪জন সদস্য সম্মেলনে অংশ নেন প্রতি নিধি রা। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সনয় সরকার উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বক্সনগর মন্ডল সভাপতি সুভাষ চন্দ্র সাহা বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান এরশাদ মিয়া ও এিপুরা পাম্প অপারেটার সংঘের গোমতী জেলা সভাপতি কানন চক্রবতী ও সিপাহীজলা জেলা সভাপতি তথা রাজ্য সম্পাদক স্বপন পাল এছাড়া ও উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান অজয় দেববর্মা সম্মেলনে শোক প্রস্তাব ও দাবি সনদ পাঠ করেন শোভা মিয়া সম্পাদকয়ী প্রতিবেদন পাঠ করেন এলিয়াজ হোসেন প্রতিবেদনের উপর গঠন মুলক আলোচনা করেন একজন সদস্য পরে বক্সনগর ব্লক এলাকায় বাইশটি পঞ্চায়েত কে পাঁচ টি জোন ভিওিক কমিটি গঠিত হয় এবং আগামী তিন বছরের জন্য ১৭জনের কমিটি ঘোষণা করা হয় সভাপতি নির্বাচীত হন এলিয়াজ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচীত হন মোহম্মদ ইব্রাহিম খলিল। সভাপতি সকলের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন

কুয়োর জলে ডুবে মৃত দুই শিশুর বাড়িতে গেলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জুলাই।। কুয়োর জলে ডুবে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল।আর সেই পরিবারের সাথে দেখা করতে আসেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা। কমলাসাগর বিধানসভা মতিনগর এলাকায়। সোমবার বিকাল বেলা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য, কমলাসাগর মন্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। তিনি এসে দুই পরিবারের সাথে কথা বলেন। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং আগামী দিনে আর্থিক ভাবে সাহায্য করবেন বলেও জানান। উল্লেখ্য গত শুক্রবার মতিনগর এলাকায় বাড়ির পাশে গর্তে পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয় তাদের নাম আফরোজা আক্তার বয়স পাঁচ বাবার নাম ইয়াসিন মিয়া এবং ফাইসাল হসেন বাবার নাম ফারুক মিয়া।

আহত দুই

● প্রথম পাতার পর

মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।বিশালগড় এর বিভিন্ন এলাকায় যান সন্ত্রাস নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে বিশালগড়ের ট্রাফিক ব্যবস্থার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ বিশালগড় চৌমনীতে দুজন ট্রাফিক কর্মী ছাড়া সারা বিশালগড় আর কোথাও কোন ট্রাফিক কর্মীর দেখা মিলে না। সচেতন মহলের দাবি ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি না ঘটলে এই ধরনের দুর্ঘটনা কোন ভাবেই রুখা সম্ভব না।

পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভিআইপি জোন থেকে সাংবাদিকের বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর ,৫ই জুলাই।। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে খোয়াতে হলো নিজের বাইক। ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত মাতাবাড়ি মন্দির চত্বর এলাকায়। আজ বিকেলে উদয়পুর মাতাবাড়ি এলাকায় প্রসাদ প্রকল্পে ৩৮কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া এবং মাস্টার প্ল্যান অনুসারে কাজের গুনগত মান বজায় রেখে নিদিষ্ট সময়ে কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মাতাবাড়ি ট্রাস্টের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় আজ সন্ধ্যা পাঁচটায় মাতাবাড়ি ভি আই পি রুমে।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মাতাবাড়ি ট্রাস্ট কমিটির সদস্য বিপ্লব কুমার ঘোষ , মাতাবাড়ি মন্দিরের সেবাইত তথা গোমতি জেলার জেলা শাসক রাভেল হেমন্ত কুমার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ , মাতাবাড়ি বি ডি ও সৌরভ দাস, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চ্যায়ার পার্সন সুজন কুমার সেন, উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায় , জাতীয় সড়ক কতৃর্পক্ষের জেনারেল ম্যানেজার চন্দ্রশেখর সহ ট্রাস্টের অন্যান্য সদস্য সহ উন্নয়ন মূলক কাজের সাথে যুক্ত বিদুৎ দপ্তরের বাস্তুকার দীপক লোধ, শংকর মজুমদার , জল সম্পদ দপ্তরের বাস্তুকারা এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সভার সংবাদ সংগ্রহ করতে জাগরণ পত্রিকার গোমতি জেলা প্রতিনিধি অপুরাম সরকার মাতাবাড়ি এলাকায় ভি আই পি জোনে নিরাপত্তা রক্ষীদের সামনে ওনার টি আর - ০৩-এ-৯৪৩২ নাম্বারের টি ভি এস জি এক্স বাইকটি রেখে খবর সংগ্রহ করতে গেলে, কিছুক্ষণ পর উনি ফিরে এসে দেখেন ডি এম, এস ডি এম ,বিধায়ক সহ নিরাপত্তা রক্ষীদের চোখে ধূলো দিয়ে কতিপয় যুবক বাইকটি নিয়ে মাতাবাড়ি থেকে দক্ষিণ দিকের জাতীয় সড়ক ধরে পালিয়ে যায় খবর লেখা অব্দি রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত পুলিশ বাইক চোরের টিকির নাগালও পায়নি।

পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভি আই পি জোন থেকে সাংবাদিকের বাইক চুরি যাওয়ার ঘটনায় গোটা মাতাবাড়ি চত্বর সহ উদয়পুরে চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বাইকের মালিক তথা জাগরণ পত্রিকার গোমতি জেলা প্রতিনিধি রাধাকিশোরপুর থানায় মুঠো ফোনের মাধ্যমে পুলিশ আধিকারিকদের গোটা বিষয়টি জানিয়ে জি ডি এন্টি দিয়ে বাইক উদ্ধারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি,চড়িলাম, ৫ জুলাই।। চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ছেচুড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের থালাভাঙ্গা মন্ডল এলাকায় উদয়পুর মহারানী থেকে নিজ মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন ২০ থেকে ২২ দিন হয়েছে। ৮০ বছরের বৃদ্ধা সুনিতি বালা দাস ৪ থেকে ৫ দিন আগে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে কোভিড টেস্ট করার পর পজিটিভ আসে তারপর উনাকে বাড়িতেই আলাদা ঘরে রাখা হয়। সোমবার সকাল বেলায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সুনিতি বালা দাস। করোনা রোগী তাই কেউ এগিয়ে আসছে না। পরবর্তী সময়ে বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার পক্ষ থেকে গোপীনাথ সাহার উদ্যোগে চড়িলাম পরিমল চৌমুনীর মহা শ্মশানে মহিলার শেষকৃত্য করে।

ছয়দিন

● প্রথম পাতার পর

ব্যক্তির খোঁজে নদীতে নামাহয়। গত ৩ রা জুলাই ও ৫ ই জুলাই নদীতে অনেক খোঁজাখুজির পরও বীরেন্দ্র ত্রিপুরার কোনোপ্রকার খোঁজ মেলেনি।

এই নিয়ে পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসী হতাশ হয়ে পরেছেন। অভিজ্ঞমহলের দাবী এন ডি আর এফ টিমের কর্মীরা আসলে হয়তো বীরেন্দ্র ত্রিপুরার খোঁজ পাওয়া যেতো। এখন দেখার বিষয় নিখোঁজ বীরেন্দ্র ত্রিপুরার সন্ধানে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

কারণ

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছেন। আগামীকাল থেকে তাঁরা সম্ভবত অধিক সংক্রমিত স্থানগুলি পরিদর্শনে যাবেন।

.আজ ত্রিপুরায় আসার পর স্টেট গেস্ট হাউসে পৌছে বিশেষজ্ঞ টিমের সদস্যরা কেউই তাদের সফর সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে চাননি। তবে, ত্রিপুরা সরকারের আধিকারিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলে জানিয়েছেন।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

এও জানান রেগার মজুরী ব্লক থেকে দেওয়াহয়। অপরদিকে ব্লক পরিচালনা করছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার রেগার মজুরি প্রদানকরে থাকে। তাই তিপ্রামথা দলের লোকজনের দ্বারা রেগার কাজ করা হলে শ্রমিকরা মজুরি পাবেন না এমনটাই অভিযোগ। এই কথা শুনার পরে কাজে থাকা ৪০ থেকে ৪৫ জন শ্রমিক হতাশাগ্রস্থ হয়েপরে। এরমধ্যে কিছুসংখ্যক শ্রমিক কাজ থেকে ঘরে চলেযায়। অপরকয়েকজন জি আর এস আসার অপেক্ষায় বসে রয়েছে। এখন দেখার বিষয় এই সমস্যার সমাধানে কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরাহয়।

ভারত-বাংলা

● প্রথম পাতার পর

আজ আগরতলা স্থলবন্দরে আখাউড়া প্রশাসন থেকে ১০টি প্যাকেটে ৩০০ কেজি আম গ্রহণ করেছি। এখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই আম পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। যথাযথভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমগুলি হস্তান্তর করা হবে।

তাঁর কথায়, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক খুবই নিবিড়। দুই দেশের সম্পর্কে উষ্ণতা আরও বাড়ানোর জন্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমগুলি পাঠিয়েছেন। তিনি আশাবাদী, এভাবে দুই দেশের সম্পর্কের ভিত আরও মজবুত হবে। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো আম-উপহার বিকেল চারটা নাগাদ তিনি গ্রহণ করবেন।

অসন্তোষ

● প্রথম পাতার পর

কোম্পানিগুলিকে লাভ বৃদ্ধি করা বন্ধ করতে হবে।

এদিন পেট্রোলের মূল্য ১০০ টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ায় যান চালকদের মধ্যেও প্রচণ্ড ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে। জনৈক গ্রাহক বলেন, আমার জীবদ্দশায় এই প্রথম পেট্রোলের দাম ১০০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে পেয়েছি। তাঁর কথায়, মানুষ এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। আগামীদিনে যান চালাবেন কীভাবে সেই চিন্তায় রয়েছেন। অপর এক গ্রাহক বলেন, পরিস্থিতি সহ্যের বাইরে চলে গেছে। প্রতিনিয়ত মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে তেল কোম্পানিগুলিকে অধিক মুনাফা কামাতে দিচ্ছে সরকার। এই পদ্ধতির বদল হওয়া খুবই জরুরি। খেয়াল-খুশি মতো চলছে, তা হওয়া উচিত নয়। প্রবীণ এক গ্রাহক বলেন, পেট্রোলের দাম বেড়েই চলেছে। এতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিশ্চিত। ফলে, আখেরে সাধারণ মানুষের ঘাড়েই বোঝা চাপবে। তাঁর মতে, এক ভয়ানক অবস্থা তৈরি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে। তাঁর দাবি, বাংলাদেশ রাজ্যের পার্শবর্তী হওয়ায় সহজেই আই টি সেক্টরের বড় বাজার পাওয়া যাবে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে খুব কম সময়ের মধ্যেই চিটাগাঙ বন্দর খুলে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের সংযোগরক্ষাকারী মৈত্রী সেতুর উদ্বোধনও করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সড়কপথে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা খুলে গেছে। সবকিছু মিলিয়েই বাংলাদেশ রাজ্যের স্টার্ট-আপের জন্য বড় বাজার হতে পারবে, আশা প্রকাশ করে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর মতে, ত্রিপুরা স্টার্ট-আপ শুধু ত্রিপুরার নয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্যও রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি করবে। তিনি জানান, খুশির বিষয় যে রাজ্যের ৩৫টি স্টার্ট-আপ ন্যাশনাল পোর্টালে যুক্ত হয়েছে। আজ উদ্বোধনীর দিনেই ত্রিপুরা স্টার্ট-আপের সঙ্গে প্রায় ২ হাজার যুবক-যুবতী যুক্ত হয়েছে। এরমধ্যে অধিকাংশই রাজ্যের ছেলেমেয়ে। ত্রিপুরায় স্টার্ট আপ স্থাপনে উপযুক্ত পরিবেশ, হাইস্পিড ইন্টারনেট, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, পরিকাঠামো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি আরও জানান, এটা খুশির বিষয় যে NASSCOM– ফ্লিপকার্ট, STPT-র মতো সংস্থাগুলি রাজ্যের স্টার্ট আপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। একে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরা স্টার্ট আপকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্যের যুবক-যুবতীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইকোনমিক হাব বানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন তা পূরনেও সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

এদিন তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, করোনাকালীন পরিস্থিতিতেও আমাদের রাজ্যে স্থিতাবস্থা বজায় রয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে রাজ্যে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায়। জনধন অ্যাকাউন্ট, ডি বি টি, স্মার্ট ফোন, ওয়াই-ফাই এই প্রযুক্তিগুলিই আমাদের করোনাকালীন পরিস্থিতিতে চলমান রেখেছে। একটা সময় ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া প্রকল্প নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। কিন্তু করোনাকালীন পরিস্থিতিতে এগুলিরই গুরুত্ব অনুভব হয়েছে।

ডিজিটাল

● প্রথম পাতার পর

হিসেবে গড়ে তুলব যেখানে দেশ নিজস্ব তথ্য প্রযুক্তিতে উন্নত হবে। প্রযুক্তির মাধ্যমেই সব কাজ করা হবে।

কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বলেন, আধার হল দেশের জনগনের ডিজিটাল পরিচয় পত্র।বর্তমানে দেশের ১২৯ কোটি মানুষেরই ডিজিটাল পরিচয়পত্র আধারকার্ড রয়েছে। আধারকে মোবাইলের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গরিবের জন্য চালু সমস্ত কল্যাণকারী প্রকল্পগুলির অর্থ ডিবিটির মাধ্যমে পৌছানো হচ্ছে।এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই কেন্দ্রীয় সরকার ৩০-৪০ টি প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ১৬ লক্ষ কোটি টাকা সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করেছে। এই সুবিধা লাভের জন্য দেশের ৪০ কোটি লোকের জনধন অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এখন দেশের ৭০ কোটি লোকের স্মার্ট ফোন রয়েছে। এরমধ্যে ত্রিপুরায় ফোন রয়েছে ৩০.৯ লক্ষ লোকের। দেশের ৭৭ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন। ত্রিপুরায় গরিব জনগনের জন্য চালু সমস্ত প্রকল্পগুলির সুবিধা সরাসরি সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছানোর উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আহ্বান রাখেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবি শংকর প্রসাদ। শুধু তাই নয়, কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে দেশের ১১ কোটি কৃষকের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

রবি শংকর প্রসাদ বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে দেশের যুব সম্প্রদায়কে স্বরোজগারী করা। স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়ার ভাবনা সেখান থেকেই শুরু হয়। উদ্দেশ্য হল দেশের যুবকদের জব ক্রিয়েটার হিসেবে তৈরী করা। দেশে বর্তমানে ৫১ হাজার স্টার্ট আপ চালু রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার স্টার্ট-আপকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড চালু করেছে। এই ফান্ড থেকে ৮৪টি স্টার্ট-আপকে ৬ হাজার ২৮৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ত্রিপুরার স্টার্ট আপ শুধুমাত্র ভারতে নয় বাংলাদেশেরও বাজার পাবে। ত্রিপুরার পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে স্টার্ট-আপ প্রকল্পের অগ্রগতি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে ভারত সরকার সর্বতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

গ্রেফতার

● প্রথম পাতার পর

তাদের কথাবার্তা অসংলগ্নতা পাওয়াই তাদেরকে আটক করে নিয়ে যায় মধুপুর থানায়। এখন প্রশ্ন হলো ওষুধের প্রচার নাম করে কি করে নেশা জাতীয় দ্রব্য পাচারে মেতে উঠেছেন একাংশ পাচারকারী তা ঐদিন প্রমাণিত জানা যায় ওই পাড়ের উদ্দেশ্যে কমলাসাগর কিংবা রাধানগর ইত্যাদি এলাকায় নেশার ট্যাবলেট দিয়ে আসার পথে কৌটা গুলি উদ্ধার করতে পারে। যদি কমলাসাগর যাওয়ার পথে তল্লাশি চালাতে পারত তাহলে হয়তো বড় ধরনের সাফল্য আসতো।

রাজ্যে পাচারের পথে অসম ত্রিপুরা সীমান্তের কাঁঠালতলি পুলিশের জালে ব্রাউন সুগার সহ আটক দুই যুবক। মূলত বিকল্প জাতীয় সড়ক কাঁঠালতলিকে করিডোর করে দীর্ঘদিন ধরে সর্বনাশা নেশার রমরমা কারবারের অভিযোগ রয়েছে।এই রুট দিয়ে পাশ্ববর্তি অসমের করিমগঞ্জ থেকে রাজ্যে ও পাশ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে মাদক পাচার হয়ে আসছে। অনুরুপ আজ ফের এই পথে ব্রাউন সুগার নিয়ে রাজ্যে প্রবেশের পথে অসম ত্রিপুরা সীমান্তে দুই যুবককে হাতেনাতে পাকড়াও করল অসমের কাঁঠালতলি পুলিশ।এ মর্মে স্থানীয় পুলিশের ইনচার্জ সঞ্জীত সিনহা জানান, গত কয়দিন ধরে কাঁঠালতলিতে পুলিশের রুটিন মাফিক নাকা চেকিং চলছে।আজ বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ পুলিশের নাকা চেকিংয়ের সময়ে বিভিন্ন যান বাহনে তল্লাশি চালায় পুলিশ।

ঠিক তখন তিন যুবক একটি বাইকে করে ড্রাগস নিয়ে ত্রিপুরা প্রবেশের পথে তাদেরকে চেকিংয়ের জন্য দাঁড় করালে একজন অবস্থা বেগতিক দেখে কেটে পড়ে।পরে দুজনকে আটক করে তাদের পকেট চেক করলে একজনের প্যান্টের পকেট থেকে মোট(১৯)কৌটা মাদক জাতিয় পদার্থ উদ্ধার করে অসম পুলিশ।যার বাজার মুল্য অনুমানিক কুড়ি হাজার টাকার মত হবে।এ কান্ডে ধৃতদের মধ্যে রয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি থানাধিন রবিদাস পাড়ার মৃত মনোহর আলীর ছেলে আসকর আলী(১৯)এবং অপরজন শঙ্কর সাহানির ছেলে রাকেশ সাহানি(২৩)।তার বাড়ি একই এলাকার স্টেশন রোডে।বর্তমানে ধৃতদের অসমের বাজারিছড়া থানায় আটকে রেখে টানা জেরা চালিয়ে যাচ্ছে অসম পুলিশ।আগামিকাল ধৃতদের করিমগঞ্জ আদালতে সোপর্দ করা হবে এবং আটক নেশা সামগ্রীগুলো ফরেনসিক ল্যাবে টেস্টের জন্য প্রেরণ করা হবে।

পাঁচজনের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

উঠেছেন ৪২ হাজার ৩৫২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩,২৭৯ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,৮২,০৭১ জন (১.৫৮ শতাংশ)। ৩৫-কোটির গণ্ডি ইতিমধ্যেই ছাড়িয়েছে, ভারতে কোভিড-টিকাকরণ আরও বাড়ল। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৩৫,২৮,৯২,০৪৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১৪,৮১,৫৮৩ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭২৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,০২,৭২৮ জন (১.৩২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৫,২২,৫০৪। নতুন করে ৩৯,৭৯৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০৫,৮৫,২২৯।

সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪২ হাজার ৩৫২ জন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৯৭,০০,৪৩০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.১১ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৯২ হাজার ০৪৬ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ১০০ শতাংশ দর্শক প্রবেশ করতে পারবেন উইম্বলডনে

লন্ডন, ৫ জুলাই (হি. স.): কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নোভাক জোকোভিচ বা রজার ফেডেরারদের খেলায় ১৫,০০০ আসনের সেন্টার কোর্ট কানায় কানায় ভর্তি থাকার সম্ভাবনা। কারন কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে দর্শকসংখ্যা বাড়াতে চলেছে উইম্বলডন। এতদিন পর্যন্ত স্টেডিয়ামে ৫০ শতাংশ দর্শক প্রবেশের অনুমতি ছিল। তবে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ১০০ শতাংশ দর্শক প্রবেশ করতে পারবেন।

প্রথম সপ্তাহে ব্যপক জনপ্রিয় হয়েছে উইম্বলডন। এদিকে, ইংল্যান্ডে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। বেড়েছে টিকা নেওয়ার হারও। তাই সাধারণ মানুষকে খেলা দেখার আরও বেশি সুযোগ করে দিতে চাইছে ব্রিটিশ সরকার। এতদিন পর্যন্ত স্টেডিয়ামে ৫০ শতাংশ দর্শক প্রবেশের অনুমতি থাকলেও উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ১০০ শতাংশ দর্শক প্রবেশ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে উইম্বলডনই হতে চলেছে ব্রিটেনের প্রথম প্রতিযোগিতা, যেখানে কোনও স্টেডিয়ামে ১০০ শতাংশ দর্শক প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।হিন্দুস্থান সমাচার /

ফের দ্রাবিড়কে পেয়ে উত্তেজিত পৃথ্বী

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি. স.): ফের রাহুল দ্রাবিড়ের কোচিংয়ে খেলতে মুখিয়ে আছেন থ্বী শ। শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলের কোচ হয়েছেন দ্রাবিড়। ওই দলে রয়েছেন পৃথ্বীও। এর আগে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ দ্রাবিড়ের অধীনেই জিতেছেন তিনি। পৃথ্বী বলেন, "রাহুল স্যর আছে মানেই ড্রেসিংরুমে প্রচণ্ড শৃঙ্খলা থাকবে। রাহুল স্যরের সঙ্গে আড্ডা দিতে মুখিয়ে রয়েছি।

বাদ পড়ার পর ফের জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হয়েছে তাঁর। আর ফিরেই পেয়ে গিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়কে। তাই উত্তেজনায় ফুটছেন পৃথ্বী শ। অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ দলের কোচকে ফের পেয়ে উচ্ছ্বসিত পৃথ্বী বলেন, "রাহুল স্যরের অধীনে খেলার একটা আলাদা মজা রয়েছে। উনি আমাদের অনূর্ধ-১৯ দলের কোচ ছিলেন। যে ভাবে কথা বলেন, নিজের কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন, তা অসাধারণ। যখনই ক্রিকেটের ব্যাপারে কথা বলেন, তখনই বোঝা যায় কতটা অভিজ্ঞতা রয়েছে ওঁর। ক্রিকেটের ব্যাপারে সব জানেন। পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ক্রিকেট খেলার যে পরামর্শ উনি দেন, তা অবিশ্বাস্য।" তবে একই সঙ্গে সতীর্থদেরও সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, দ্রাবিড় নিয়মনিষ্ঠা নিয়ে প্রচণ্ড কড়া। পৃথ্বীর কথায়, "রাহুল স্যর আছে মানেই ড্রেসিংরুমে প্রচণ্ড শৃঙ্খলা থাকবে। রাহুল স্যরের সঙ্গে আড্ডা দিতে মুখিয়ে রয়েছি। কারণ, ওঁর সঙ্গে কথা বললে অনেক কিছু জানা যায়। ভারতীয় দলে ফেরার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। দেশ, রঞ্জি দল, ক্লাব বা স্কুল ক্রিকেটে যা-ই হোক না কেন, বরাবর নিজের সেরাটা দিয়েছি।"

শ্রীলঙ্কা সফরে ভুবিদের বিরুদ্ধে হেরে গেল ধাওয়ানরা

কলম্বো, ৫ জুলাই (হি.স.): ভুবনেশ্বর কুমারদের বিরুদ্ধে হেরে গেল শিখর ধাওয়ানেরা। শ্রীলঙ্কা সফরে পা দেওয়ার পর গত কয়েকদিনে ভারতীয় দল অনুশীলন সেরেছে কলম্বোয়। সোমবার তারা নিজেদের মধ্যে দু"টি দলে ভাগ হয়ে প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামে। একটি দলকে নেতৃত্ব দেন শিখর ধাওয়ান। অপর দলের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হন ভুবনেশ্বর কুমার। ২০ ওভারের ম্যাচে ভুবনেশ্বর কুমারের দল অনায়াসে পরাজিত করে শিখর ধাওয়ানের দলকে। ধাওয়ানদের হয়ে হাফ-সেঞ্চুরি করেন মণীশ পান্ডে। পালটা হাফ-সেঞ্চুরি করে ভুবনেশ্বরদের জয়ের রাস্তা দেখান সূর্যকুমার যাদব। দু"দলের হয়ে ব্যাট হাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়, পৃথ্বী শ ও দেবদূত পাডিক্কাল। ভারতের বোলিং কোচ পরশ মামব্রে ৯০ সেকেন্ডে গোটা ম্যাচের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেন। বিসিসিআই সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে। ভিডিওয় মামব্রে বলেন, "আমরা কলম্বোয় রয়েছি। এবার ম্যানেজমেন্ট আমাকে স্কোয়াডের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। আমাকে একটা টি-২০ ম্যাচ ৯০ সেকেন্ডে বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। দেখে

নেওয়া যাক ম্যাচটা কেমন ছিল। শিখর ধাওয়ান ও ভুবনেশ্বর কুমারকে দুই ক্যাপ্টেন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। শিখর টস জেতে এবং ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওর দল ২০ ওভারে ১৫০-এর মতো রান তোলে। উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে রুতুরাজ। ৩০-এর মতো রান করে। মণীশ পান্ডে দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৩ রান করে। সবাই মণীশের অবদানের প্রশংসা করে। কেননা ব্যাটিং করা সহজ ছিল না।" মামব্রে পরক্ষণেই দ্বিতীয় ইনিংসের বিবরণ দেন। তিনি বলেন, 'রান তাড়া করতে নেমে ভুবির দল ১৭তম ওভারে সহজেই জয় তুলে নেয়। সূর্যকুমার ৫০-এর বেশি রান করে। দেবদূত ও পৃথ্বী শ'ও কার্যকরী অবদান রাখে। ওরা ৬০ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ গড়ে।"

শেষে ভারতের বোলিং কোচ জানান যে, কীভাবে টিম ম্যানেজমেন্ট টার্গেট আরও একটু কঠিন করে দেয়। তিনি বলেন, 'ওদের কাছে টার্গেটটা খুব সহজ দেখাচ্ছিল। আমরা টার্গেটটা বদলে দিই। ওদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিই ৪ ওভারে আরও ৪০ রান করার। ওরা সেটাকে সহজে তাড়া করে। সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে আমরা যেটা দেখতে চেয়েছিলাম, সেটা পেয়েছি।'

মেসিকে গুঁতো !

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.): কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা ইকুয়েডরকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে দেওয়ার পর লিয়োনেল মেসির সঙ্গে উল্লাস করতে গিয়ে তাঁকে মাথা দিয়ে গুঁতো মেরে বসলেন কিট ম্যানেজার মারিয়ো ডি'স্টেফানো।। চোটের হাত থেকে মেসি বেঁচে গেলেও ঘটনার পর কিছুক্ষণ আঘাত লাগা জায়গায় হাত বুলোতে দেখা যায় তাঁকে।

ইকুয়েডর ম্যাচে প্রথমে রদ্রিগো দি পল এবং লাউতারো মার্তিনেসকে দিয়ে গোল করান মেসি। এরপর ইনজুরি টাইমে ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি গোল করেন। খেলা শেষের পর যখন রিজার্ভ বেঞ্চের কাছে এসেছেন, তখনই তাঁকে জড়িয়ে ধরেন ডি'স্টেফানো। মেসিকে সজোরে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে তাঁকে আচমকাই আঘাত করে বসেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা লাগা জায়গায় হাত বুলোতেও দেখা যায় ডি'স্টেফানোকে। পরে অবশ্য মেসি হাসতে হাসতেই মাঠ ছেড়েছেন। তবে এক আর্জেন্টাইন সংবাদপত্রের খবর, মেসির ব্যথা ম্যাচের পরেও বেশ কিছুক্ষণ ছিল।

এই ঘটনার ভিডিয়ো টুইটারে পোস্ট করেছে কোপা আমেরিকার সরকারি অ্যাকাউন্ট। সঙ্গে লিখেছে, 'এই ব্যথা মেসির পছন্দ। কিন্তু ১০ নম্বরকে নিয়ে আরও সতর্ক থাকতে হবে'।

অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকা বহন করবেন মেরি-মনপ্রীত

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): একেবারে অন্য সম্মান। টোকিও অলিম্পিক্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকা বহন করবেন ছ"বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মেরি কম। তার সঙ্গে থাকবেন হকি দলের অধিনায়ক মনপ্রীত সিং। এটা নিঃসন্দেহে যে কোনও অ্যাথলিটের কাছে বড় সম্মান। সোমবার ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিশেনর তরফ থেকে এই খবর জানানো হয়েছে।

দরজায় কড়া নাড়ছে টোকিও অলিম্পিক। ২৩ জুলাই শুরু হতে চলেছে গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ। তার আগে সোমবার ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিশেনর তরফ থেকে এই খবর জানানো হয়েছে ওই দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের হয়ে পতাকা বহন করার দায়িত্ব পালন করবেন ছ'বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বক্সার মেরি কম ও ভারতের পুরুষ হকি দলের অধিনায়ক মনপ্রীত সিং। টোকিও গেমসের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে ৮ আগস্ট। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো পাওয়া ভারতীয় কুস্তিগির বজরং পুনিয়া সেই দিন ভারতের হয়ে তেরঙ্গা বহন করবেন।

এবার টোকিওতে ভারত থেকে মোট ২০১জন যাচ্ছেন। তার মধ্যে ১২৬ জন অ্যাথলিট ও ৭৫জন অফিসিয়াল স্টাফ রয়েছেন। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে, টোকিওগামী ভারতীয় দলে ৫৬ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৪ শতাংশ মহিলা অ্যাথলিট রয়েছেন। এবার বিভিন্ন বিভাগ থেকে ভারতের পদক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। অ্যাথলিটরাও অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী। করোনার কারণে এক বছর পিছিয়ে গেলেও অবশেষে শুরু হতে চলেছে টোকিও অলিম্পিক। ভারতীয় অ্যাথলিটদের উদ্বুদ্ধ করতে কোনও খামতি রাখছেন না প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ জনগন। ভারতের অ্যাথলিটরাও সেরা পারফম্যান্স দিয়ে দেশকে গর্বিত করার অপেক্ষায় রয়েছেন। সব অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে আর ১৭ দিন পর।

অলিম্পিকে 'বিশেষ সম্মানে'আপ্লুত মেরি-মনপ্রীত

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): টোকিও অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকা বহন করবেন ছ"বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মেরি কম। তার সঙ্গে থাকবেন হকি দলের অধিনায়ক মনপ্রীত সিং। এমন অন্য সম্মান পেয়ে আপ্লুত দুজনেই।

অলিম্পিকে হয়তো নামেন অনেকে, কিন্তু ক'জন আর দেশের পতাকাবাহক হন। ২৩ জুলাই টোকিওয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেরি কমই ভারতের মুখ হতে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে হকি টিমের ক্যাপ্টেন মনপ্রীত সিংয়ের হাতেও থাকবে তেরঙা পতাকা। দেশের অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট নরিন্দর বাত্রার ঘোষণার পরই উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছেন দুই তারকা। মেরি বলেছেন, 'অলিম্পিকের আসরে দেশের পতাকা বহনের সুযোগ পাওয়ায় আমি উচ্ছ্বসিত। এর থেকে খুশির খবর আর কিছু হতে পারে না। সবাই এমন সুযোগ পায় না।' আর মনপ্রীত বলেছেন, 'মেরি কমের মত অ্যাথলিটের পাশে আমিও দেশের পতাকাবাহক, ভাবলেই কথা হারিয়ে যাচ্ছে আমার।'

হকি থেকে এর আগেও অলিম্পিকের দেশের পতাকাবহন করেছেন কেউ কেউ। ১৯৩২ সালের অলিম্পিকে লাল শাহ বোখারি, ১৯৩৬ সালে ধ্যানচাঁদ উদ্বোধনে পতাকা নিয়ে হেঁটেছেন। তবে সবার থেকে এগিয়ে আছেন বলবীর সিং সিনিয়র। ১৯৫২ ও ১৯৫৬ সালের অলিম্পিকে পর পর দু'বার পতাকাবাহক ছিলেন দেশের। জাফর ইকবাল, পরগত সিংরাও এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। সে দিক থেকে দেখলে ২৫ বছর পর হকি থেকে কেউ পতাকাবাহক নির্বাচিত হয়েছেন।

মেরি কম টোকিওতেই শেষবার নামবেন অলিম্পিকে। এই সম্মান আরও বেশি করে ছুঁয়ে যাচ্ছে তাঁকে। মেরি তাই আরও বেশি করে সাফল্য পেতে মরিয়া। মণিপুরী বক্সারের কথায়, 'অলিম্পিকের মতো আসরে সব অ্যাথলিটের উপরেই একটা চাপ থাকে। সেটা নিয়েই সাফল্য পেতে হয়। এটা কী ভাবে সামলাতে হয়, আমি আগে জানতাম না। এখন শিখেছি। আশা করি সাফল্য পাব।'

ভারতীয় খো খো ফেডারেশনে সভাপতি পুনর্নির্বাচিত হলেন সুধাংশু মিত্তাল

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.) : ভারতীয় খো খো ফেডারেশনের সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন সুধাংশু মিত্তাল। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন এম এস ত্যাগী। সোমবার উত্তরাখান্ড হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রাজেশ টেন্ডন, রিটার্নিং অফিসার হিসেবে উপস্থিত

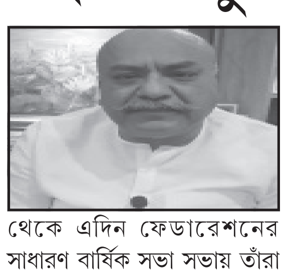

থেকে এদিন ফেডারেশনের সাধারণ বার্ষিক সভা সভায় তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন। একই সঙ্গে ফেডারেশন এর ট্রেজারার পদে নির্বাচিত হয়েছেন সুরেন্দ্র কুমার ভূটানি। এই কমিটি আগামী চার বছরের জন্য থাকবে। এছাড়া সহ-সভাপতি যুগ্ম সম্পাদক এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য পদের নির্বাচিত হন।

কড়া করোনা বিধির জটেই রাজধানীতে খুলল স্টেডিয়াম ও স্পোর্টস কমপ্লেক্স

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের আবহে কড়া বিধির জটেই রাজধানী দিল্লিতে সোমবার সব স্টেডিয়াম ও স্পোর্টস কমপ্লেক্স খুলে দেওয়া হয়েছে। দিল্লি ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি বা ডিডিএমএ-র ছাড়পত্র মিলতেই এদিন সকাল থেকে সেখানে আটকে থাকা ক্রীড়া ইভেন্টগুলি শুরু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে দেশের রাজধানীর স্টেডিয়ামগুলিতে যে আপাতত দর্শকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাও ঘোষণা করা হয়েছে।

দিল্লি ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি বা ডিডিএমএ-র তরফে জারি করা নির্দেশিকায় ক্রীড়া সংক্রান্ত আশার কথা শোনানো হয়। তারপরেই নড়েচড়ে বসে দিল্লির সবকটি সরকারি ও বেসরকারি ক্রীড়া সংস্থা। সোমবার সকাল থেকেই রাজধানীর সব স্টেডিয়াম এবং স্পোর্টস কমপ্লেক্স খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। করোনা ভাইরাস সংস্পর্শ এড়াতে দিল্লি সরকারের জারি করা বিধি এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিওর বা এসওপি মেনেই বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্ট ও অনুশীলন শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে।

F. 13(195)/DM (D)/EX/SETT/2019-20/P-1/443-45
Dated, the 01st July, 2021.

MEMORANDUM

This is for general information that the DNIT bearing No. F. 13(195)/DM (D)/EX/SETT/2019-20/P-1/353-55 dated, 09.06.2021 against Ambassa CL Shop and the DNIT bearing No. No. F. 13(195)/DM (D)/EX/SETT/2019-20/P-1/356-58 dated, 09.06.2021 against 1V1aslicherra CL Shop, which were published form this office for settlement of the shops fbr ale remaining part of the financial years 2021-22 85 2022-23 is hereby canc4led as per the Notification vide No.F.11-7(23)-EX/2020/Vol-11/1772-80 dated,29.06.2021 issued by the Commissioner of Excise, Government of Tripura, Agartala.

(Govekar Mayur Ratilal, IAS)
Collector of Excise
Dhalai District.

ICA-C-1241/2021-22

PNIe-T NO:- 06/EE-I/2021-22, Dated 01/07/2021

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 22-07-2021 for 01(One) No. Maintenance work. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA WEST TRIPURA

ICA-C-1235/2021-22

PNIeT No: 08/EE/CCD/PWD/2021-22, Dated. 01/07/2021

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender (Single Bid) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. on 2.2-097-2021** for the work **Construction of Cycle Parking Stand infront of Capital complex Division and Sub- Division at Kunjaban Extension Agartala. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.**
DNIeT No: 08/DNIT/EE/CCD/PWD/2021-22
Estimated Cost: Rs. 4,84,582.00, Earnest Money: Rs. 4,846.00 and Time for completion: 60 days

(Er P. P. Ghosh Adhikari)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(R&B),
Kunjaban Extensio, Agartala, Tripura(W)

ICA-C-1222/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/19/2021-22 dated 29/06/2021

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Boardup to 3.00 P.M. on **19/07/2021.**

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/19/2021-22 (2nd call)	₹ 569,447.00	₹ 5,694.00	90 (ninety) days
2	DNIeT No.EE-IED/AGT/23/2021-22 (2nd call)	₹ 902,804.00	₹ 9,028.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on **19/07/2021** upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 19/07/2021, if possible. For more details kindly visit: https:lltripuratenders.gov.in 4kr
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE diONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA-C-1229/2021-22

বিজ্ঞপ্তি

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ৮টি ব্লকের অধীন যে সমস্ত PMAY(G) Additional New Beneficiary দের Kutcha House Surveyতে যাদেরকে চিহ্নিত করা যায়নি অথবা যাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি তাহাদের চিহ্নিত করার জন্য বিগত ১৫ই জুন ২০২১ ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় পানিসাগর ব্লক, কালাছড়া ব্লক এবং জমপুইহিল ব্লকের তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১৬ই জুন ২০২১ ইং প্রতিবাদী কলমে যুবরাজনগর ব্লকের এবং আজকের ফরিয়াদে দশদা ব্লকের তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া ১৮ই জুন ২০২১ ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় দামছড়া ব্লকের, ২৫শে জুন দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় লালজুরি ব্লকের এবং ১লা জুলাই ২০২১ ইং এ স্যন্দন পত্রিকায় কদমতলা ব্লকের তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এরমধ্যে যদি কোন বেনিফিসারিদের দাবি এবং আপত্তি থাকে তাহলে নিম্নলিখিত তারিখে নিজ নিজ ব্লকে যথাযথ প্রমাণপত্র সহ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	ব্লক	তারিখ	সময়	স্থান
1	কালাছড়া	06/07/2021	11:30 AM	কালাছড়া ব্লক অফিস
2	যুবরাজনগর	08/07/2021	11:30 AM	যুবরাজনগর ব্লক অফিস
3	পানিসাগর	06/07/2021	11:30 AM	পানিসাগর ব্লক অফিস
4	লালজুরি	08/07/2021	11:30 AM	লালজুরি ব্লক অফিস
5	দামছড়া	06/07/2021	11:30 AM	দামছড়া ব্লক অফিস
6	কদমতলা	08/07/2021	11:30 AM	কদমতলা ব্লক অফিস
7	জমপুইহিল	06/07/2021	11:30 AM	জমপুইহিল ব্লক অফিস
8	দশদা	08/07/2021	11:30 AM	দশদা ব্লক অফিস

স্বাঃ অস্পষ্ট
জেলা শাসক ও সমাহর্তা
উত্তর ত্রিপুরা

ICA-D-466/2021-22

সোমবার আগরতলায় ত্রিপুরা স্টার্ট-আপ সপ্তাহের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তিমন্ত্রী রবি শংকর প্রসাদ, উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবসহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

আরেক দফা নিউ নর্মালের আগে দেশবাসীকে দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর

লন্ডন, ৫ জুলাই (হি.স.): নিজের দায়িত্ব নিজের। মাস্ক পরার প্রয়োজনীয়তাও এ বার নিজেকেই বুঝতে হবে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় ফের কাবু হয়ে পড়া ব্রিটেনে দীর্ঘ লকডাউনের পর আরেক দফা নিউ নর্মাল হওয়ার আগে দেশবাসীর উদ্দেশে এমনই বার্তা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস ।

গত মাসে লকডাউন সম্পূর্ণ ভাবে তুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ডেল্টা স্ট্রেনের প্রকোপে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। এ বারে শোনা যাচ্ছে, আগামী ১৯ জুলাই লকডাউন তুলে দেওয়া হবে। করোনা-বিধিও আর সে ভাবে রাখা হবে না। মাস্ক পরাও আর বাধ্যতামূলক থাকবে না। ‘ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ’ হিসেবে দেখা হবে বিষয়টিকে। সোমবারই এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বসছে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা। হয়ত ১৯ তারিখ থেকে পুরোপুরি আনলকের পথে হাঁটবে ব্রিটেন। এবিষয়ে আবাসন মন্ত্রী রবার্ট জেনরিক জানিয়েছেন, ১৯ জুলাই সম্পূর্ণ ভাবে লকডাউন তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে সরকার। এ বারে সাধারণ মানুষের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে। প্রয়োজনীয়তা বুঝে মাস্ক পরার দায়িত্ব মানুষকেই নিতে হবে।

করোনার কামড়ে কম নাস্তানাবুদ হয়নি ব্রিটেন। এর আগেও প্রথম ধাক্কা সামলে উঠেই ক্রিসমাসের পরবর্তী সময়ে লকডাউন প্রত্যাহার করে সব বিধিনিষেধ শিথিল করে দিয়েছিল জনসন প্রশাসন। তারপর ফের মহামারী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় তড়িঘড়ি লকডাউন জারি করতে বাধ্য হয়। তবে পাশপাশি, করোনা মোকাবিলায় গণটিকাকরণেও জোর দেওয়া হয়েছে এই দেশে। ব্রিটেনই প্রথম দেশে, যেখানে ডিসেম্বর থেকে টিকাদান শুরু হওয়ার পর প্রায় রেকর্ড গড়ে এই মুহূর্তে দেশের ৬৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ককে দু ডোজ করে টিকা নেওয়ার কাজ শেষ। অর্থাৎ ডেল্টা প্লাস ভ্যারিয়েন্টের চোখরাঙানির সামলেই করোনাযুদ্ধে এগিয়ে যেতে মরিয়া ব্রিটেন।

মহারাজগঞ্জ বাজারে মাস্ক এনফোর্সমেন্ট অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজার সহ অন্যান্য বাজারে সোমবার প্রশাসনের তরফ থেকে অভিযান চালানো হয়। যারা মাস্ক পরিধান করেননি এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন নি নেতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মহারাজগঞ্জ বাজারে সোমবার সচেতনতা অভিযান চালানো হয়। মূলত করোণা আবহে সকলের মধ্যে সচেতনতার উদ্দেশ্যেই অভিযান বলে জানান ডিসিএম শ্রীকান্ত চক্রবর্তী। যারা করোনাা বিধি নিষেধ গুলো মানছেন নাা এবং বিশেষ করে মাস্ক সঠিকভাবে পরিধান করছেন না তাদেরকে জরিমানা করা হয়। প্রথম অবস্থায় ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়। এদিন ২২ জনকে জরিমানা করা হয়েছে বলে জানান সদর ডিসিএম। সদরের ডিএসডিএম জানান, অন্যান্য এ ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে। করোনা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। প্রত্যেক নাগরিককে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল করতে এবং পরিধান করতে প্রশাসনের তরফ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

চেবরীর বাসন্তীটিলার এক ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৌতূহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। খোয়াই থানাধীন পশ্চিম চেবরী গাঁওসভার বাসন্তীটিলার খোকন দেবনাথ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।পনেরো দিন পরও হদিশ নেই নিখোঁজ ব্যাক্তির।দানা বাঁধছে রহস্য।হেলদোল নেই স্ত্রীর। পনেরো দিন পরেও কোন সন্ধান নেই নিখোঁজ ব্যাক্তির। এ নিয়ে ক্রমেই দানা বাঁধছে রহস্য।

ঘটনা খোয়াই থানার পশ্চিম চেবরির বাসন্তী টিলা এলাকায়। নিখোঁজ খোকন দেবনাথের স্ত্রীর হেলদোলহীন ভূমিকায় সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।পরিবারের সদস্যরা সহ গ্রামের মানুষ খোকন দেবনাথের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় তার স্ত্রী জড়িত থাকার বিষয়ে সন্দেহ করছেন। তারা ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশকে বলার পরেও এ ক্ষেত্রে পুলিশের নিস্পৃহ ভূমিকায় রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য গত ১৯শে জুন খোয়াই থানাধীন পশ্চিম চেবরী গাঁওসভার বাসন্তীটিলার খোকন দেবনাথ (৫০) নিখোঁজ হন।রাত আনুমানিক আটটা নাগাদ শৌচাগারে যাচ্ছেন বলে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে যান। কিন্তু এরপর থেকে খোকন দেবনাথের আর কোন খোঁজ খবর নেই।২১শে জুন তারিখে পুলিশের কাছে নিখোঁজ ডাইরী করা হয়। ঘটনায় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে নিখোঁজ হওয়া ব্যাক্তির স্ত্রী নমিতা দেবনাথের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে পরিবারের লোকজন সহ চেবরী গাঁওসভার বাসন্তীটিলার মানুষের মধ্যে। জলজ্যান্ত স্বামী শৌচাগারে যাচ্ছে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পনেরো দিন ধরেও কোন হদিশ না পাওয়া সত্বেও স্ত্রী নমিতা দেবনাথের ভাবলেশহীন ও উদ্বেগহীন ভূমিকায় সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

এমনকি ১৯শে জুন তারিখে নিখোঁজ হওয়ার পরও আগরতলায় অবস্থানকারী খোকন দেবনাথের ভাই বা তার নিজের ছেলেকেও কিছুই জানাননি নমিতা দেবনাথ।জানা যায়, খোকন দেবনাথ ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় ঘরে অসুস্থ স্ত্রী সহ তা চিকিৎসার জন্য ইঞ্জেকশন দিতে আসা অন্য এক ব্যাক্তি ছিল। নিখোঁজ খোকন দেবনাথের ভাই শ্রীবাস দেবনাথ জানান, তিনি নিজে পুলিশের সাথে দেখা করে খোকন দেবনাথের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কিছু একটা বেরিয়ে আসতে পারে বলে জানিয়েছেন।

সংঘ প্রধানের বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ওয়াইসির

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.): ভারতে হিন্দু-মুসলিম এক এবং গো-রক্ষার নামে হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে রবিবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ(আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন রাও ভাগবতের বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এআইএমআইএম এর প্রধান তথা হায়দ্রাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। সোমবার সকালে মোহন ভাগবতের বয়ানের প্রতিক্রিয়ায় তিনি টুইট করে লেখেন, ঘৃণা হিন্দুত্বের দান। আর সেই অপরাধীদের হিন্দুত্ববাদী সরকার আশ্রয় দিচ্ছে।

সোমবার একের পর এক টুইট করে ওয়াইসি লেখেন, আরএসএস-এর মোহন ভাগবত বলেছেন লিঞ্চিং যারা করে তাঁরা হিন্দুত্ব বিরোধী। এই অপরাধী আর গরু-মোষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, কিন্তু খুনের জন্য জুনেইদ, আখলাখ, পেহলু, আলিমুদ্দিন-এর নামই যথেষ্ট। ওয়াইসি লেখেন, ঘৃণা হিন্দুত্বের দান, সেই অপরাধীদের হিন্দুত্ববাদী সরকার আশ্রয় দেয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আলিমুদ্দিনের খুনিদের গোলাপ ফুল দেন, আখলাখের খুনির মরদেহতে তেরঙ্গা দেওয়া হয়।

আসাদউদ্দিন ওয়াইসি আরও লেখেন, আসিফের আসিফাদের খুনিদের সমর্থনে মহাপঞ্চায়েত ডাকা হয়, যেখানে বিজেপির মুখপাত্র সেখানে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আমরা কি খুন করতে পারব না?” ঘৃণা, হিংসা আর খুন করা গডসের হিন্দুত্ববাদী ধারণার অটুট অংশ, মুসলিমদের লিঞ্চিং সেই ধারণারই অংশ।

প্রসঙ্গত, রবিবার গাজিয়াবাদে মুসলিম রাষ্ট্র মঞ্চের ব্যানারে আয়োজিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহ রাওয়ের উপদেষ্টা ডঃ খাজা ইফতিখার আহমেদের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন রাও ভাগবত। ওই কর্মসূচিতে তিনি বলেন, আরএসএস সংখ্যালঘু-বিরোধী বা ভারতে মুসলিমরা বিপদের মধ্যে আছেন বলে যে ভয় দেখানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। সংঘ প্রধান বলেন, যখন লোকজন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কথা বলেন, তখন আমরা বলি যে, প্রমাণিত হয়েছে যে আমরা গত ৪০ হাজার বছর ধরে একই পূর্বপুরুষের বংশধর। ভারতের মানুষের ডিএনএ একই রকম। হিন্দু ও মুসলমান দু”টি দল নয়। তাই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কিছু নেই, আমরা ইতিমধ্যে ঐক্যবদ্ধ।’

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি মানুষকে একত্রিত বা বিবাদ বৃরি ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে না। তবে প্রভাবিত করতে পারে। ভারতে সংখ্যাগুরুদের আধিপত্য বাড়ছে বলে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, সেই ভয়ও কাটানোর চেষ্টা করেন ভাগবত। তিনি দাবি করেন, সংখ্যালঘুদের উপর যখন অত্যাচার হয়, তখন সংখ্যাগুরুদের তরফেই প্রতিবাদের আওয়াজ তোলা হয়।

সংখ্যালঘুদের উপর গো-রক্ষকদের বিরুদ্ধে যে হামলার অভিযোগ ওঠে, তা নিয়েও মুখ খুলেছেন সংঘ প্রধান। তিনি জানান, গরুকে ভারতে পুজো করা হয়। কিন্তু গো-রক্ষার নামে হিংসাত্মক পথে যাওয়ার ঘটনা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেন, ‘আইন নিজস্ব পথে চলবে। পক্ষপাতহীনভাবে ওদের (পুলিশকে) তদন্ত করতে হবে এবং অভিযুক্তদের শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু যে গণহত্যায় জড়িত থাকে, সে কখনও হিন্দু হতে পারে।’

ফাইজারের করোনা টিকার কার্যকারিতা কমছে, উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): ইজারেয়েলের গবেষণায় বাড়ছে উদ্বেগ। কারন কমছে ফাইজারের করোনা টিকার কার্যকারিতা। ইজরায়েলে ডেল্টা ভাইরাসের সংক্রমণ ও লকডাউন বিধি উঠে যাওয়ার পরে একাধিক চিকিৎসার ফলাফলে দেখা গিয়েছে যে, কমছে ফাইজারের টিকার ক্ষমতা। সে দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের হিসাবেই এই তথ্য ধরা পড়েছে।

যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে লকডাউন ছিল যখন, অর্থাৎ ২ মে থেকে ৫ জুনের মধ্যে ফাইজারের হাসপাতালে যাওয়া রুখে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল ৯৮ শতাংশের উপরে। কিন্তু যখন লকডাউন উঠে গেল, তখন সংখ্যাটা এক ধাক্কায় নেমে এসেছে ৯৩ শতাংশে। করোনা থেকে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার শতাংশের হিসাবেও কার্যকারিতা কমার উদাহরণ দেখা গিয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে টিকার কার্যকারিতাতেও অনেকটা পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। যেখানে মে মাসের ২ থেকে জুন মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত টিকার কার্যকারিতা ছিল ৯৪.৩ শতাংশ, সেখানে জুন মাসের ৬ তারিখের পর থেকে ফাইজারের টিকার কার্যকারিতা দাঁড়িয়েছে ৬৪ শতাংশ।

যাঁরা টিকা পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও সংক্রমণও হুহু করে বাড়ছে ইজরায়েলে। তবে সেই তুলনায় ধীর গতিতে বাড়ছে গুরুতর অসুস্থের সংখ্যা। গত শুক্রবার, সাপ্তাহিক হিসাব করে দেখা গিয়েছে, নতুন সংক্রমিতদের মধ্যে ৫৫ শতাংশকেই টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৪২-কোটি ছুঁইছুঁই কোভিড-টেস্ট সুস্থতা ৯৭.১১ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): ভারতে ৪১.৯৭-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৫, ২২,৫০৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪১,৯৭, ৭৭,৪৫৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৫,২২,৫০৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯ হাজার ৭৯৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩, ২৭৯ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,৮২,০৭১ জন (১.৫৮ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪২ হাজার ৩৫২ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৪,০২,৭২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৭২৩ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৯৭,০০,৪৩০ জন (৯৭.১১ শতাংশ)।

বিধানসভায় স্পিকারকে হেনস্থা, মহারাষ্ট্রে বিজেপির ১২ বিধায়ক সাসপেন্ড

মুম্বই, ৫ জুলাই (হি.স.) : সোমবার মহারাষ্ট্র বিধানসভার বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই স্পিকারকে হেনস্থা করার জন্য সাসপেন্ড হলেন ১২ জন বিজেপি বিধায়ক। অশান্তির সময় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। বিরোধী দলনেতা দেবেন্দ্র অবশ্য স্পিকারকে হেনস্থা করার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

এদিন বিধানসভার অধিবেশন শুরু হতেই বিজেপি বিধায়করা ওবিসি কোটা নিয়ে হইচই শুরু করেন। অভিযোগ, স্পিকার ভাস্কর যাদব তাঁদের বক্তব্য পেশ করার জন্য যথেষ্ট সময় দেননি। বিধানসভায় হইচই চরমে উঠতে স্পিকার অধিবেশন স্থগিত করে দেন। পরে স্পিকার সাংবাদিকদের বলেন, ”বিরোধী নেতারা আমার কেবিনে চড়াও হন। তাঁরা আমার সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষা প্রয়োগ করেন। কয়েকজন নেতা আমাকে ধাক্কাধাক্কি করেন। সেখানে দুই প্রবীণ নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ও চন্দ্রকান্ত পাতিল উপস্থিত ছিলেন।”

যদিও দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেন, ”এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।” পরে তিনি বলেন, ”অন্যান্য পশ্চাতপদ শ্রেণির সংরক্ষণের জন্য আমরা ১২ জনের বেশি বিধায়ককে ত্যাগ করতে রাজি আছি।” বিজেপির বিধায়ক আশিস সেহলার বলেন, ”১২ জন বিধায়ককে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁরা হলেন সঞ্জয় কুটে, আশিস সেহলার, অভিমন্যু পাওয়ার, গিরিশ মহাজন, অতুল ভাটকালকার, পরাগ আলাভনি, হরিশ পিমপালে, রাম সাতপুতে, বিজয় কুমার রাওয়াল, যোগেশ সাগর, নারায়ণ কুচে এবং কৃতিকুমার বাংদিয়া।”

আশিস সেহলার আরও বলেন, ”ঠাকরে সরকার তালিবানের মতো আচরণ করছে। আমি এই আচরণের নিন্দা করছি। আমি বা অপর কোনও বিধায়ক স্পিকারকে হেনস্থা করেননি।” কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্র বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার নানা পাটোলে ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি এখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ভাস্কর যাদবকে বিধানসভার কার্যনির্বাহী স্পিকার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রে ফের বিজেপির সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে শিবসেনা, জল্পনা শুরু হয়েছে। রবিবার দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ”শিবসেনা কখনই আমাদের শত্রু ছিল না।” পরে তিনি বলেন, ”পরিস্থিতি বুঝে উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।” প্রায় একই সুরে এদিন মন্তব্য করেন শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত।

ভুল বুঝবেন না, কোভিড এখনও পরাজিত হয়নি ঃ জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ৫ জুলাই (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসের প্রকোপ আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। নিম্নগামী দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে করোনার প্রকোপ কমলেও, দেশবাসীর উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়ে দিলেন, ’আমাকে ভুল বুঝবেন না, কোভিড-১৯ এখনও পরাজিত হয়নি।’ রবিবার আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীর উদ্দেশে বাইডেন বলেছেন, ’আমরা ভাইরাসের বিরুদ্ধে সফলতা পেয়েছি।’ এরপরই হোয়াইট হাউসের লন থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে বাইডেনের বার্তা, ’আমাকে একটুও ভুল বুঝবেন না, কোভিড-১৯ এখনও পরাস্ত হয়নি। আমরা সবাই জানি ডেল্টা প্রজাতির মতো শক্তিশালী প্রজাতি উত্থিত হয়েছে।’

উল্লেখ্য, করোনার ভয় কাটিয়ে স্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকায় কমেই চলেছে করোনার দৈনিক সংক্রমণ, মৃত্যুও নিম্নমুখী। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪,১৬৯ জন (আগের দিনই আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৮ হাজারের বেশি)। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৮ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩৪,৫৯২, ৩৭৭-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৯,০৯৬, ৮১৬ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৬৮ জন।

প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগে ধাক্কা

নতুন করে বঙ্গে নিতে হবে টেট পরীক্ষা, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.) : প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ মামলায় ধাক্কা খেল রাজ্য। সোমবার মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত নতুন করে টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) নেওয়ার নির্দেশ দিল। রাজ্যে ডি.ইএলএড উত্তীর্ণরা, যাঁরা ২০১৭ সালের টেট পরীক্ষায় বসতে পারেননি, তাঁদের জন্যই নতুন করে টেট পরীক্ষা নিতে হবে বলে এদিন জানায় বিচারপতি আব্দুর নাজির ও বিচারপতি কৃষ্ণ মুরারির ডিভিশন বেঞ্চ।

এদিন মামলার শুনানিতে টেট পরীক্ষা নেওয়ার দিনক্ষণও বেঁধে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। জানানো হয়েছে, ২০২২ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে পরীক্ষা নিতে হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। মামলাকারীদের বক্তব্য, টেট পরীক্ষা নেওয়ার নোটিফিকেশন হয়েছিল ২০১৭ সালে। ফর্ম ফিলাপের প্রক্রিয়াও শেষ হয়ে যায় তখনই। কিন্তু পরীক্ষাটা নেওয়া হয় ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে। মাঝে কোনও পরীক্ষা হয়নি। অথচ এনসিটিই গাইডলাইন মেনে ন্যূনতম বছরে একবার এই পরীক্ষা নিতে হবে। তবে যাঁরা ডি.ইএলএড পাশ করেছেন, তাঁদের বয়সের বিষয়টা মাথায় রাখা হোক। অর্থাৎ এই ৪ বছরে যাঁদের প্রশিক্ষণ হয়েছিল, তাঁদেরও পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হোক। কারণ পরীক্ষা না নেওয়াটা বোর্ডেরই ব্যর্থতা। মামলাকারীদের যুক্তি শোনার পরই এদিন নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুয়ায়ী, এ বছর ৩১ জানুয়ারি রাজ্যে প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা দিয়েছিলেন আড়াই লক্ষ চাকরিপ্রার্থী। তার আগে প্রাথমিকের টেট পরীক্ষায় বসার জন্য কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন ২০১৮-২০ ডি.ইএলএড ব্যাচের বেশ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ সেই ব্যাচের মামলাকারী পরীক্ষার্থীদের পক্ষে রায় দেন। কিন্তু তারপর বোর্ড ডিভিশন বেঞ্চে যায়। সৌমেন সেন ও সুগত ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে হেরে যায় মামলাকারীরা। এরপরই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বেশকিছু পরীক্ষার্থী। এবার সেই মামলাতেই ধাক্কা খেল রাজ্য।

জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এসইউসিআই’র বিক্ষোভ প্রদর্শন আগরতলায়। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।